আহ্ছানিয়া
মিশন বার্তা

বর্ষ ৪৩ ■ সংখ্যা ৩ ■ জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২১

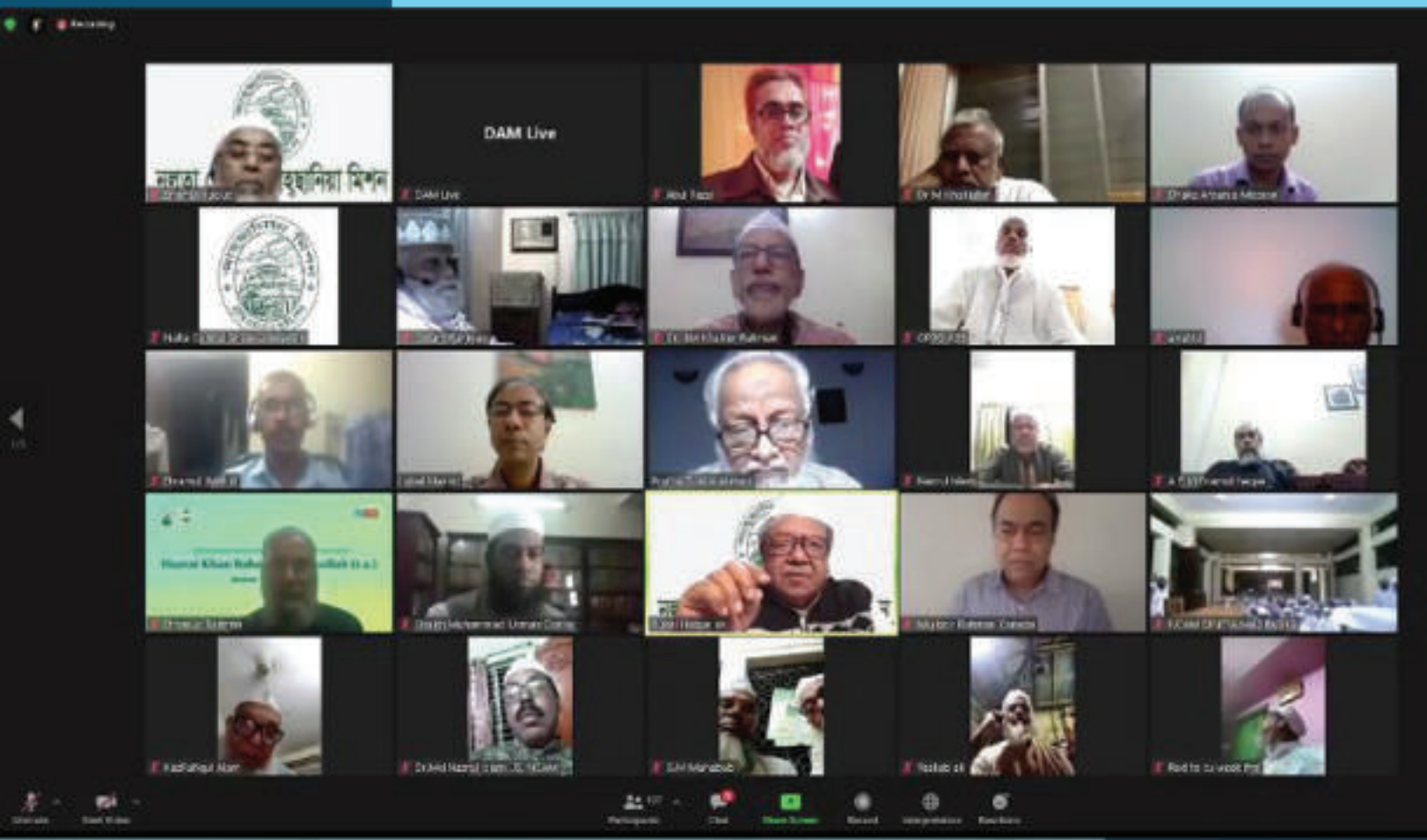

হজরত খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.)-এর জীবন ও কর্ম নিয়ে
আয়োজিত দুই পর্বের আন্তর্জাতিক সেমিনারে বক্তারা

খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা সবসময় উদার দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে শিক্ষা প্রসার করেছিলেন

আহ্ছানিয়া
মিশন বার্তা

বর্ষ ৪৩ ❑ সংখ্যা ৩ ❑ জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২১

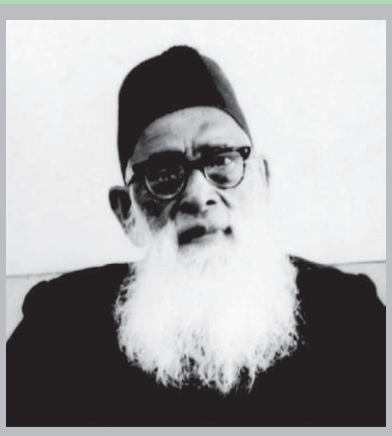

খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.)
১৮৭৩-১৯৬৫
প্রতিষ্ঠাতা
ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন

এই প্রান্তিকের উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের প্রতিষ্ঠাতা খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.)-র জীবন ও কর্ম নিয়ে আয়োজিত দুটি আন্তর্জাতিক পর্যায়ের সেমিনার। সেমিনারের মূল উদ্দেশ্য ছিল প্রতিষ্ঠাতার দর্শন পুনআলোচনার মাধ্যমে সকলের জীবনে ধারন করার অনুপ্রেরণা সৃষ্টি। তার আদর্শ বিশ্ব শান্তি স্থাপনে সহায়ক। তাঁর আদর্শকে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে তুলে ধরার জন্য এই সেমিনারের গুরুত্ব অপরিসীম। তিনি তার দর্শনকে প্রায়োগিক রূপ দিতে ১৯৩৫ সালে আহ্ছানিয়া মিশন প্রতিষ্ঠা করেন। খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.) লিখেছেন, "আমার জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য সকল শ্রেণি-ধর্মকে, ধর্ম ও জাতি নির্বিশেষে প্রেম সুত্রে আবদ্ধ করিয়া মহাপ্রভুর উদ্দেশ্য সাধন।" সেমিনারের বিজ্ঞ আলোচকদের মূল্যায়নভিত্তিক বক্তব্যের সারাংশ নিয়েই রচিত হল এবারের প্রচ্ছদকাহিনী।

সেপ্টেম্বর মাসের শেষদিকে এসে করোনা পরিস্থিতির কিছুটা উন্নতি লক্ষ্য করা গেল। করোনায় রোগী শনাক্তের হার ৫ শতাংশের নিচে নামে। প্রায় সাড়ে ছয় মাস পর দেশবাসী দেখল এই হার। দৈনিক মৃত্যুর সংখ্যাও কমতির দিকে। এই কমতির হার ও সংখ্যা অব্যাহত থাকলেও আমাদের সতর্কতা বজায় রাখতে হবে এবং স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলতে হবে। কারণ পরিস্থিতি এখনও পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে আসেনি।

স্বাস্থ্য ও শিক্ষা সহ বিভিন্ন সেক্টরে মিশনের কর্মধারা গতি পেতে শুরু করেছে। সকলরকম স্বাস্থ্যবিধি মেনেই মিশনের কর্মীরা তাদের দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ও জাতীয় দিবসগুলো পালন করা হয়েছে। করোনায় ক্ষতিগ্রস্থদের এবং দুস্থ ও শ্রমজীবী পরিবারের মাঝে খাদ্য ও স্বাস্থ্যসুরক্ষা-সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে। জেন্ডার নীতিমালা, ও কারা কর্মকর্তাদের মানসিক চাপ ব্যবস্থাপনা বিষয়ে অনলাইন ওরিন্টেশন ও অনলাইন প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়।

এরই মাঝে একটি সুখবর হল মা ও শিশু স্বাস্থ্যসেবা ও পরিবার পরিকল্পনা সেবায় আদর্শ সদর উপজেলা এবং কুমিল্লা জেলা পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ বেসরকারি সংস্থা হিসেবে নির্বাচিত হয়েছে ঢাকা আহছানিয়া মিশন। এলাকার সকল পর্যায়ের মিশন-কর্মীদের জানাই অভিনন্দন।

মিশন বার্তার বর্তমান সংখ্যাটিও থাকবে শুধু অনলাইনে। আপাতত ছাপানো হবে না। এটি শেয়ার করার সুযোগ রয়েছে। মিশনের কর্মীদের প্রতি অনুরোধ রইলো এটি অনলাইনে অন্যদের সঙ্গে শেয়ার করুন। তাদেরও জানতে দিন করোনাকালে মিশনের মানবিক কর্মধারার বিভিন্ন দিক।

আপনারা মিশনবার্তায় প্রকাশিত লেখা পড়ে আপনাদের মতামত জানাবেন। পরবর্তি সংখ্যার সূচি তৈরিতে আপনাদের মতামত গুরুত্বের সাথে গ্রহণ করা হবে।

সম্পাদক
কাজী রফিকুল আলম

নির্বাহী সম্পাদক
ড. এম. এহছানুর রহমান

সম্পাদনা পরিষদ
কাজী আলী রেজা
চিন্ময় মুৎসুদ্দী
অধ্যক্ষ ফাতেমা খাতুন

সহ-সম্পাদক
মো. সাইফুল ইসলাম

গ্রাফিক্স ডিজাইন
মো. আমিনুল হক

মূল্য
২৫ টাকা মাত্র

সূচিপত্র

প্রচ্ছদ কাহিনী ৩-৮
খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা সবসময় উদার দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে শিক্ষা প্রসার করেছিলেন
লিখেছেন মো. সাইফুল ইসলাম

৯
নতুন ঠিকানায় লিটলস ডাকলিংস

প্রচ্ছদ কাহিনী ৩-৮
প্রতিবেদন ৯-১০
শিক্ষা ১১-১৫
স্বাস্থ্য ১৬-২০

১২
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় আহছানউল্লাহর ভূমিকা অনস্বীকার্য

১৫
'নীতিতে আপোষহীন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব' শীর্ষক রচনা প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান

১৭
পথ ও শ্রমজীবী শিশু পরিবারের মধ্যে স্বাস্থ্যসুরক্ষা সামগ্রী বিতরণ

১৯
'ই-সিগারেট বন্ধে যথাযথ পদক্ষেপ নেয়া হবে'-সিনিয়র সচিব

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন
বাড়ি-১৯, সড়ক-১২, ধানমন্ডি আবাসিক এলাকা, ঢাকা-১২০৯
থেকে কাজী রফিকুল আলম কর্তৃক প্রকাশিত এবং
আমাদের বাংলা প্রেস, ৩২/১, আজিমপুর রোড, ঢাকা- ১২০৫ থেকে মুদ্রিত।

ফোন : ৫৮১৫৫৮৬৯, ৯১২৭৯৪৩, ৯১২৩৪০২, ৯১২৩৪২০
ফ্যাক্স : (৮৮০-২) ৮১৪৩৭০৬, ৯১৪৪০৩০
ই-মেইল : dambgd@ahsaniamission.org.bd
ওয়েবসাইট : www.ahsaniamission.org.bd

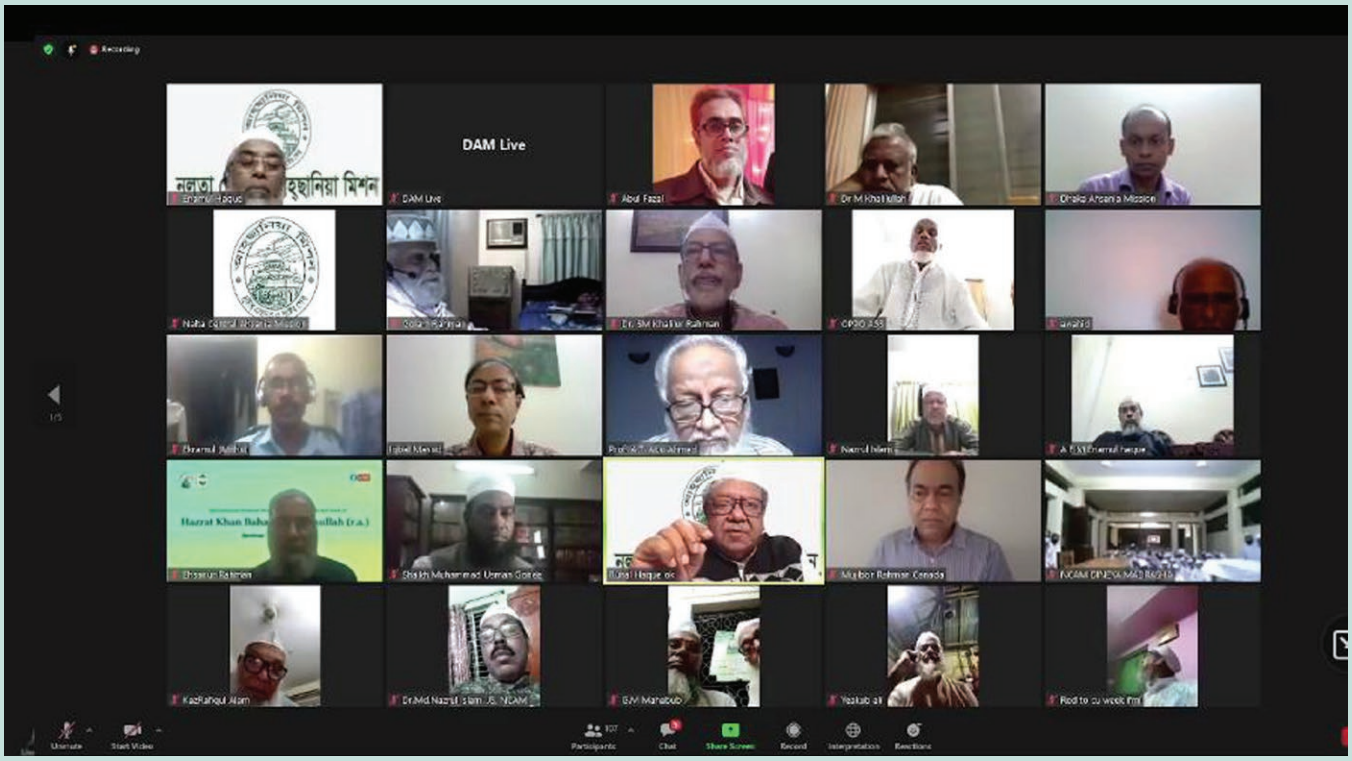

খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.)-এর জীবন ও কর্ম নিয়ে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক সেমিনারের প্রথম পর্বে অংশগ্রহণকারীরা

খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা সবসময় উদার দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে শিক্ষা প্রসার করেছিলেন

মো. সাইফুল ইসলাম

উপমহাদেশের প্রখ্যাত সুফীসাধক, দার্শনিক, শিক্ষাবিদ ও সমাজসংস্কারক এবং আহ্ছানিয়া মিশনের প্রতিষ্ঠাতা হজরত খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.)-এর জীবন ও কর্ম নিয়ে দুই পর্বের আন্তর্জাতিক সেমিনার ভার্চুয়াল প্লাটফর্মে অনুষ্ঠিত হয়। ২৮ আগস্ট ২০২১ সেমিনারটির প্রথম পর্বে যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, মেক্সিকো, যুক্তরাজ্য, সুইজারল্যান্ড থেকে আলোচকবৃন্দসহ ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের প্রেসিডেন্ট কাজী রফিকুল আলম, নির্বাহী পরিচালক ড. এম. এহ্ছানুর রহমান, আহ্ছানউল্লা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর ড. মুহাম্মদ ফাজলী ইলাহী ও ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রধান এবং প্রতিনিধিগণ অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য সেক্টরের পরিচালক ইকবাল মাসুদ।

> খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.) তাঁর দর্শনকে প্রায়োগিক রূপ দিতে ১৯৩৫ সালে আহ্ছানিয়া মিশন প্রতিষ্ঠা করেন

প্যানেল আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন বাংলাদেশ সরকারের সাবেক সচিব ও জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সাবেক চেয়ারম্যান ড. মুহাম্মদ আবদুল মজিদ, প্যানেল আলোচক হিসেবে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাকালীন উপাচার্য প্রফেসর ড. গোলাম রহমান এবং বাংলা একাডেমির সাবেক পরিচালক, কবি ও বিশ্লেষক ড. গোলাম মঈনুদ্দিন।

ড. মুহাম্মদ আব্দুল মজিদ বলেন, খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.) তাঁর সমগ্র চিন্তা ভাবনার মধ্যদিয়ে একটি আলোকিত সমাজ গঠনের চেষ্টা করেছেন। তিনি কখনো গোঁড়ামির কথা বলেননি। তাঁর সমাজ চিন্তায় মূল প্রতিপাদ্য ছিল ' স্রষ্টার এবাদত ও সৃষ্টের সেবা'। স্রষ্টার এবাদত করতে হলে আগে সৃষ্টের সেবা করতে হবে। তিনি ভয়, শ্রদ্ধা এবং প্রেম এই তিনটার সমন্বয় ঘটিয়ে নিজেকে গড়ে তোলার কথা বলেছেন।

আ ফ ম রুহুল হক

তিনি আরও বলেন, খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.) ছিলেন একজন লেখক ও সাহিত্যিক। তিনি অনগ্রসর মুসলমানদের শিক্ষিত করতে বহু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসহ বিভিন্ন ধরনের হোস্টেল, লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তিনি সবসময় উদার দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে শিক্ষা প্রসার করেছিলেন। তাঁর লেখার মধ্যেও সমাজচিন্তা ও শিক্ষার উন্নয়নের কথা ফুটে উঠেছে।

ড. মজিদ বলেন, ঐ সময়ে শিক্ষা নিয়ে তাঁর ভাবনা-চিন্তা ও দর্শনকে বৃটিশ সরকার গ্রহণ করেছে। তিনি টেক্সটবুক কমিটিতে থেকে অবদান রাখেন, ছাত্র-ছাত্রীদের বিদেশে পড়ালেখার জন্য একটি বিশেষ সহায়ক ভূমিকা পালন করেন। ১৯২৪ থেকে ১৯২৯ সাল পর্যন্ত তিনি যেসব নীতিমালা জারি করেছিলেন, তার সুফল পরবর্তীতে পাওয়া গেছে।

তিনি জানান, আজকে যে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় যা প্রতিষ্ঠার জন্য ১৯৮৪ সালে প্রথম সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় সেটির সূত্রপাত ১৯১৮ সালে একটি চিঠির মাধ্যমে দেখতে পাই। তাঁর ২৯ বছরের শিক্ষাজীবনে আমরা দেখেছি, তিনি খুব নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালন করেছেন। এবং রাতের বেলা তিনি আল্লাহর এবাদত করেছেন। যেখানে তিনি কাজ করেছেন সেখানে দিনেরবেলা কাজ করার পাশাপাশি বিকেলবেলা ঐ এলাকার মানুষের শিক্ষা-দীক্ষায় কীভাবে উন্নয়ন করা যায়, বিশেষ করে অনগ্রসর মুসলমানদের কীভাবে শিক্ষায় শিক্ষিত করা যায় তা নিয়ে কাজ করতেন। তিনি যেখানে গিয়েছেন মুসলমান ছাত্রদের অসুবিধার কথা বিবেচনা করে বেশ কিছু হোস্টেল তৈরি করেছেন।

ড. মজিদ আরো বলেন, তিনি মুসলমান লেখকদের বই ছাপানো এবং সেই বইকে সকলের মধ্যে ছড়িয়ে দেবার জন্য ১৯১১ সালে চাকরিরত অবস্থায় মখদুমি লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। যেখান থেকে বহু নামকরা মুসলিমদের বিখ্যাত বই প্রকাশিত হয়েছিল।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.)-এর অনবদ্য ভূমিকা ছিল। তিনি জানান, অনেক রাজনৈতিক নেতৃত্ব যেমন শের-ই-বাংলা একে ফজুলল হক, নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী কিংবা নবাব সলিমুল্লাহ- তাঁরা রাজনৈতিকভাবে অবদান রেখেছিলেন। কিন্তু সরকারের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা হিসেবে পদাধিকার বলে তিনি শিক্ষা উন্নয়নে যথেষ্ট সহযোগিতা করেছিলেন। তিনি হর্নেল কমিটির প্রধান সদস্য ছিলেন। এবং এই হর্নেল কমিটি মূলত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ও পূর্ববঙ্গে মুসলমানদের শিক্ষা বিস্তারে যে সুপারিশগুলো রেখেছিলেন সেগুলোই পরবর্তীকালে ফলপ্রসূ হয়েছিল। যে নাথান কমিটি হয়েছিল তিনি সেখানকার সদস্য হয়েছিলেন।

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন ও নলতা কেন্দ্রীয় আহ্ছানিয়া মিশনের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত এ সেমিনারে গেস্ট অব অনার হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এবং সভাপতিত্ব করেন সাবেক স্বাস্থ্যমন্ত্রী ও নলতা কেন্দ্রীয় আহ্ছানিয়া মিশনের সভাপতি প্রফেসর ড. আফম রুহুল হক এমপি। স্বাগত বক্তব্য রাখেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের সাধারণ সম্পাদক ড. এসএম খলিলুর রহমান।

প্রফেসর ড. গোলাম রহমান

প্রফেসর ড. গোলাম রহমান বলেন, খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.) ছিলেন বিংশ শতাব্দীর একজন প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ, শিক্ষা সংস্কারক, সমাজহিতৈষী ও উচ্চ মার্গের এক আউলিয়া।দক্ষিণ বাংলার বর্তমান সাতক্ষীরা জেলার নলতা শরীফে ১৮৭৩ সালের ডিসেম্বরে জন্মগ্রহণ করেন ক্ষণজন্মা মহাপুরুষ হজরত খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রঃ)।

খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.) ছিলেন একজন লেখক ও সাহিত্যিক। তিনি অনগ্রসর মুসলমানদের শিক্ষিত করতে বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ বিভিন্ন ধরনের হোস্টেল, লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তিনি সবসময় উদার দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে শিক্ষা প্রসার করেছিলেন। তাঁর লেখার মধ্যেও সমাজ চিন্তা ও শিক্ষার উন্নয়নের কথা ফুটে উঠেছে।

১৮৯৫ সালে দর্শন শাস্ত্রে এমএ ডিগ্রি নিয়ে মাত্র ৫০ টাকা বেতনে রাজশাহী কলেজিয়েট স্কুলে অস্থায়ী শিক্ষকের পদে কর্মজীবন শুরু করেন তিনি। তাঁর সারাটি জীবন ছিল সমাজ সংগঠনে মানবতার সেবায় নিবেদিত।

কর্ম জীবনের শুরুতেই ১৯০৪ সালে মুসলমান ছাত্রদের আবাসিক সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে অনেক প্রতিকূলতার মাঝে তিনি রাজশাহীতে ফুলার হোস্টেল প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন। হোস্টেলটি রাজশাহীতে মুসলিম শিক্ষা প্রসারে বিশেষ ভূমিকা রাখে।

তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্যেক পরীক্ষার খাতায় পরীক্ষার্থীর নাম লেখার রীতি প্রচলিত ছিল। হজরত খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.) ভারতের সকল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তথ্য সংগ্রহ করেন। তাঁর সংগৃহীত তথ্যে দেখা যায় উত্তরপত্রে শুধুমাত্র রোল নম্বর লেখা হয়, কোথাও পরীক্ষার্থীর নাম লেখা হয় না। এই তথ্যের ভিত্তিতে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের

সকল পরীক্ষার খাতায় শুধু রোল নম্বর লেখার দাবি তোলেন। বিরোধীরা এতে তীব্র আপত্তি জানালে– অন্তত অনার্স ও এমএ পরীক্ষায় এই ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি বজায় রাখেন তিনি। বহু তর্ক-বিতর্কের পর তাঁর সেই প্রস্তাব গৃহীত হয়। ফলে মুসলিম ছাত্ররা পরীক্ষার মূল্যায়নে যথাযথ ফলাফল পেতে শুরু করে।

প্রফেসর ড. গোলাম রহমান আরো বলেন, ১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে তাঁর বলিষ্ঠ ভূমিকা ছিল । বাংলার মুসলমানদের ইসলামিক শিক্ষা ও আধ্যাত্মিক শিক্ষায় শিক্ষিত করতে অবকাঠোমো উন্নয়নে তিনি ব্রতী হন। তাঁর জীবন পরিক্রমাকে আমরা চার ভাগে মূল্যায়ন করতে পারি। শিক্ষা জীবন (১৮৭৩-১৮৯৫), চাকরি জীবন (১৮৯৫-১৯২৯), অবসর জীবন (১৯২৯-১৯৬৫), লেখক জীবন (১৯০৫-১৯৬৫)।

তিনি জানান, মুসলমানদের মধ্যে তিনিই প্রথম আইইএস অন্তর্ভুক্ত হন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট ও সিন্ডিকেটের প্রথম মুসলিম সদস্য হন। ১৯১১ সালে বৃটিশ সরকার তাঁকে খানবাহাদুর উপাধীতে ভূষিত করেন। খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.) বাংলা জাতিস্বত্ত্বার প্রবক্তা, মুক্ত বুদ্ধি ও অসাম্প্রদায়িক

ড. এসএম খলিলুর রহমান

চেতনার ধারক ও বাহক। তিনি বাংলার মুসলিম জাতিস্বত্ত্বারও একজন নিবেদিত পথ প্রদর্শক।

বাংলা একাডেমির সাবেক পরিচালক, কবি এবং বিশ্লেষক ড. গোলাম মঈনুদ্দিন বলেন, খানবাহাদুর আহছানউল্লা (র.)'র জীবন ধারার প্রতিটি বাঁকে যে অফুরান সমৃদ্ধি, সমারোহ ও সৌন্দর্যের বিকাশ ঘটেছিল সেসবের যথার্থতা নিরুপণ করা সম্ভব হলে ইতিহাসের

মুসলমানদের মধ্যে তিনিই প্রথম আইইএস অন্তর্ভুক্ত হন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম মুসলিম সিনেট ও সিন্ডিকেটের সদস্য হন। ১৯১১ সালে বৃটিশ সরকার তাঁকে খানবাহাদুর উপাধীতে ভূষিত করেন। খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.) বাংলা জাতিস্বত্ত্বার প্রবক্তা, মুক্ত বুদ্ধি ও অসাম্প্রদায়িক চেতনার ধারক ও বাহক। তিনি বাংলার মুসলিম জাতিস্বত্ত্বারও একজন নিবেদিত পথ প্রদর্শক।

অনেক অজানা কাহিনী উদ্ধার হতো। তাঁর জীবনভিত্তিক অনেক ঐতিহাসিক সত্যের তেমন মজবুত মীমাংসা হয়নি। তবু তাঁর বিশাল বর্ণিল জীবনধারার কাছে আমাদের ঋণ ও কাতরতার কোন শেষ নেই। হজরত খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.) তার সমগ্র কর্ম-জীবন ও অবসরজীবনে তাঁর চিন্তা চেতনা ও অভিজ্ঞতার পরিচয় লিপিবদ্ধ করেছেন তার নানামাত্রিক রচনার মাধ্যমে।

তাঁর সাহিত্য জীবনে লুকিয়ে আছে এক বিশ্বস্ত বাঙালি মুসলমানের মন। শুদ্ধ বাংলা ভাষায় তিনি সাহিত্য চর্চা করেন। হজরত খানবাহাদুর আহছানউল্লা (র.)-এর পত্র-সাহিত্যের ব্যঞ্জনা একটি আলাদা স্বরূপতা বহন করে। এবং এখানেই তিনি একক বিশিষ্টতার দাবীদার।

এ পর্যন্ত তার লিখিত সংগৃহীত ও প্রকাশিত পত্রাবলীর সংখ্যা ১১৫৫। পত্রলেখা এখানে যেন কোনো জাগতিক বা প্রতিদিনের জীবন বাস্তবতার অংশ নয়। এটা ছিল তাঁর আধ্যাত্ম সাধনার অন্য এক রূপ। নিজেকে প্রকাশ করার নতুন মাধ্যম। এই পৃথিবীতে মানুষের যে অসহায়ত্ব, দারিদ্র্য ব্যাধি, আত্মীয়বিয়োগ, জরা-মৃত্যু, ভাগ্য বিপর্যয়ের কাছে মানুষের প্রতিদিনের যে পরাজয় তা থেকে মুক্তির এক পথ তিনি খুঁজেছেন। এসকল অপরিহার্য বিপদকে সহনীয় ও ভোগ্য করার জন্য তার পরামর্শ হলো মানুষকে জড়ের অতীতে অজড়ের, স্থুলের অতীতে সুক্ষের, কার্যের অতীত কারণে, তর্কের অতীত বিশ্বাস ও ভক্তিমার্গের মন নিয়ে উদ্ধারের ব্যবস্থা করতে

ড. এসএম খলিলুর রহমান

হবে। ভক্তের পত্র গ্রন্থের ৯০ সংখ্যক পত্রে হজরত খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.) বলেন, 'প্রেমময়ের আরশ তিনটি স্তম্ভের উপর স্থাপিত। প্রথমটি সততা, দ্বিতীয়টি পবিত্রতা এবং তৃতীয়টি প্রেমিকতা। যিনি এই ত্রয়ের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন তিনি পুণ্যরাজ্যে প্রবেশের অধিকার পাইয়াছেন।' একজন আধ্যাত্ম-শিক্ষাগুরু হিসাবে তিনি তাঁর ভক্ত অনুসারীকে উপর্যুক্ত 'পুণ্যরাজ্যে' প্রবেশের শিক্ষা দিয়েছেন এই পত্র যোগাযোগের মাধ্যমে। আবার তাঁর বিশ্বাস ও জীবন-দর্শনও ছিলো সত্যতা, পবিত্রতা ও প্রেমিকতা।

তিনি বলেন, ভক্ত ও অনুসারীকে তিনি তাঁর পত্রের ভাষায় এ শিক্ষাও দিয়েছেন যে, তাঁর এ বিশ্বাস বা কঠিন সত্যের অনুসূচকের সাথে সম্পৃক্ত হতে তথা খোদার আরশের সাথে যোগসূত্র রচনা করার জন্য মানুষর সহজেই এই তিনটি গুণ আয়ত্ব করলে অপর দুটি পর্যায়ের মালিকানা সহজলভ্য হয়। আরো লক্ষণীয় যে, তিনি তাঁর জীবন-বিশ্বাস শিক্ষা দেওয়ার জন্যে 'আহ্ছানিয়া মিশন' নামের যে পাঠশালা সৃষ্টি করেন তার সমগ্র শরীর জুড়ের তাঁরই জীবন দর্শনের নিখুঁত প্রলেপ এঁকে দিয়েছেন। মিশন-সদস্য ও মিশন সম্পৃক্ত ব্যক্তিদের জন্য তাঁর দেওয়া ৩৮টি অবশ্য পালনীয় কর্তব্য-কর্মের মধ্যে এভাবে স্পষ্টত

খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.)-এর জীবন ও কর্ম নিয়ে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক সেমিনারের দ্বিতীয় পর্বে অংশগ্রহণকারীরা

কাজী রফিকুল আলম

উল্লেখিত হয়েছে : ১ মহব্বতকেই জীবনের একমাত্র লক্ষ্য করিতে হইবে, ২. সর্বদা সত্য কথা বলিবে, ৩. শরীর ও মনকে সর্বদা পাক রাখিবে। এছাড়া তাঁর বিভিন্ন পত্রের ভাষা ও মর্মবাণীতে তিনটি বিষয়ের বিস্তারিত ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ লিপিবদ্ধ হয়েছে।

এতো গেল একজন আধ্যাত্মচারি শিক্ষক ও জীবন গড়ার মরমী কারিগরের কথা। এর বাইরে আছে এই অমর মনীষীর একান্ত আধ্যাত্ম-সাধনা। যেখানে আছে বিধাতার কাছে তাঁর নি:শর্ত সমর্পণ, অবিরাম প্রেমভিক্ষা ও সীমাহীন অশ্রুজলের নিবেদন। মাধ্যম হিসেবে বেছে নিয়েছেন নিরাভরণ প্রকৃতি। সুউচ্চ পর্বত, ঘন বিপদ সঙ্কুল অরণ্য, প্রবহমাণ নদ-নদী সমুদ্রের বিক্ষুব্ধ জলরাশি ও সীমাহীন আকাশের বুকে ভাসমান মেঘমালার মধ্যে নিজেকে উপস্থাপন করে তিনি অসংখ্য পত্র রচনা করেছেন। সবসময় কাউকে উদ্দেশ্য করে এ সকল পত্র লেখা হয়নি। নিজস্ব স্বত্ত্বা, প্রেমভাবনা আর বিশ্বাসী ভালোবাসায় মোড়া এসকল পত্রে আমরা পাই একজন সদা তপস্যামগ্ন নিমগ্ন এক অলি-এ-কামেলকে। পত্র-সাহিত্যে এই অমর মনীষী তাঁর সময়ের বা তাঁর পূববর্তী লেখকদের পত্র সাহিত্য বিচারে একটি নিজস্ব অবস্থান সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছেন। কেবল আধ্যাত্ম রসলোক সৃষ্টির অভিনবত্ব নয়, জীবনবোধ ও বিশ্বাসের আলোয় উদ্ভাসিত পত্রাবলীকে তিনি তিনটি বিশেষ ধারায় বিভক্ত করেছেন।

পত্র-সাহিত্যে এই অমর মনীষী তাঁর সময়ের বা তাঁর পূববর্তী লেখকদের পত্র সাহিত্য বিচারে একটি নিজস্ব অবস্থান সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছেন। কেবল অধ্যাত্ম রসলোক সৃষ্টির অভিনবত্ব নয়, জীবনবোধ ও বিশ্বাসের আলোয় উদ্ভাসিত পত্রাবলীকে তিনি তিনটি বিশেষ ধারায় বিভক্ত করেছেন।

৪ সেপ্টেম্বর ২০২১, দ্বিতীয় পর্বে ভার্চুয়াল প্ল্যাটফর্মে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক সেমিনারে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের নির্বাহী পরিচালক ড. এম এহছানুর রহমানের সঞ্চালনায় এশিয়া ও অস্ট্রেলিয়া মহাদেশের বিভিন্ন দেশ থেকে প্রতিনিধিসহ উপস্থিত ছিলেন নলতা কেন্দ্রীয়

মো. এনামূল হক

আহ্ছানিয়া মিশন ও ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের কর্মকর্তাবৃন্দ। সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের সভাপতি কাজী রফিকুল আলম।

খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা ইন্সটিটিউটের মহাপরিচালক মো. এনামূল হক তার সূচনা বক্তব্যে বলেন, হজরত খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.) একাধারে জ্ঞানবীর ও কর্মবীর। তিনি জ্ঞান অর্জন করেছেন এবং তা মানুষের কল্যাণে প্রসারিত করেছেন। তিনি সারাজীবন জ্ঞান ও তা দ্বারা কর্মের মিথস্ক্রিয়ার মাধ্যমে এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। তিনি প্রাজ্ঞ ও বিজ্ঞ। একই সাথে তিনি আধ্যাত্মিকতায়, সমাজ সংলগ্নতায়, স্রষ্টার সংলগ্নতায় এক অনন্য সাধারণ ব্যক্তিত্ব। তাঁর আদর্শ মানুষের কল্যাণের, সাম্যের, মৈত্রির ও ভালোবাসার। তাঁর মহাব্বতের আদর্শ, দৃষ্টান্ত দর্শনকে কল্যাণমূখী কর্মপ্রয়াসের মাধ্যমে বিশ্ব সভ্যতা বিনির্মাণে ও পরিচর্যার মহান অভিপ্রায় নিয়ে তিনি আহ্ছানিয়া মিশন প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর আদর্শ বিশ্বশান্তি স্থাপনে সহায়ক। তাঁর আদর্শকে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে তুলে ধরার জন্য আজকে এই সেমিনারের আয়োজন নলতা কেন্দ্রীয় আহ্ছানিয়া মিশনের সাধারণ সম্পাদক এনামূল হক আরো বলেন, খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.) বলেছিলেন শরীয়ত আমার শরীর আর তরীকত আমার প্রাণ। এই দুইয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য সৃষ্টি করাই আমার জীবনের উদ্দেশ্য। এবং এই উদ্দেশ্য আমি বিশ্ববাসীকে জানাইতে উদগ্রীব। হজরত খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা একটি সার্থক ও সুদীর্ঘ কর্মময় জীবন অতিবাহিত করেছেন। তাঁর চাকরি জীবন, সাহিত্য সাধনা ও ব্যক্তিগত জীবন মানুষের কাছে অনুকরণীয় ও অনুসরণীয়। তিনি তার দর্শনকে প্রায়োগিক রূপ দিতে ১৯৩৫ সালে আহ্ছানিয়া মিশন প্রতিষ্ঠা করেন। খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.) লিখেছেন, আমার জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য সকল শ্রেণি-ধর্মকে, ধর্ম ও জাতি নির্বিশেষে প্রেমসুত্রে আবদ্ধ করিয়া মহাপ্রভুর উদ্দেশ্য সাধন।

ড. কাজী আলী আজম

প্যানেল আলোচক ড. কাজী আলী আজমের বিষয়বস্তু ছিল 'খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা'র খেদমতে সেবাদর্শন'। তিনি বলেন, একটি বালুকণা থেকে যেমন মরুভূমি অনুমান করা যায়না, একটা পাতা থেকে যেমন সুন্দরবনের বিশালতা অনুমান করা যায়না, এক ফোঁটা পানি থেকে প্রশান্ত মহাসাগরের বিশালতা যেমন অনুমান করা যায়না, তেমনি এতো অল্প সময়ে খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.)-এর জীবন আলোচনা করা সম্ভব না। খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.) -এর সবচেয়ে বড় কারামত ছিল আহ্ছানিয়া মিশন ও তাঁর রচিত শতাধিক কেতাব। যতদিন পৃথিবী থাকবে, তাঁর এই দুই কীর্তি মানুষকে এগিয়ে যাওয়ার ও তাদের শান্তি স্থাপনে পথ দেখাবে।

খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.) বলেন, রাজার ছেলে যেমন রাজা হয়, কিন্তু পীরের ছেলে তেমন পীর হতে পারে না। ডাক্তারের ছেলেকে ডাক্তার হতে গেলে তাকে ডাক্তারি পাশ করে আসতে হবে। তেমনি যে ব্যক্তি আল্লাহ ও রাসূলের দিদার লাভ করতে পারে সেই কেবল মুর্শিদের মাধ্যমে বেলায়েতি অর্জন করতে পারে। উম্মতের কাছে নবী যেমন অপরিহার্য, মুরীদের কাছে মুর্শিদও ততোধিক অপরিহার্য। মুরীদের অন্তরে যে খোদাপ্রাপ্তির ঐশি শক্তি গুপ্ত থাকে, মোহাব্বত ও এবাদত দ্বারা একজন সৎ আধ্যাত্মিক শিক্ষক দ্বারা সেটা উন্মোচিত হয়।

প্রফেসর ড. আবু তৈয়ব আবু আহমেদ

তিনি বলেন, তাঁর সর্বাধিক আলোচিত গ্রন্থ 'আমার জীবনধারা'। 'আমার জীবনধারা' বিরাট আধ্যাত্মিক জীবনের প্রবেশদ্বার। খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.) বলেছিলেন, রাজার ছেলে যেমন রাজা হয়, কিন্তু পীরের ছেলে তেমন পীর হতে পারে না। উম্মতের কাছে নবী যেমন অপরিহার্য, মুরীদের কাছে মুর্শিদও ততোধিক অপরিহার্য। মুরীদের অন্তরে যে খোদাপ্রাপ্তির ঐশী শক্তি গুপ্ত থাকে, মহাব্বত ও এবাদত দ্বারা একজন সৎ আধ্যাত্মিক শিক্ষক দ্বারা সেটা উন্মোচিত হয়।

তাঁর প্রণীত সেবার ধরণকে দুইভাগে ভাগ করা যায়। একটি হলো দুনিয়াবী সেবা আরেকটি হলো আধ্যাত্মিক সেবা। এই সেবার যে উপাদান তা হলো দুই ধরণের। তা হলো আল্লাহর প্রতি পরিপূর্ণ সমর্পিত হতে হবে, আরেকটি হলো অহমিকা বর্জন করতে হবে। এবং আল্লাহর প্রতি সমর্পিত না হলে সে কোনোভাবে সে মানুষের সেবা করতে পারবে না। খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.) বলেছেন, মানুষের মানুষে পার্থক্য জানিনা, শ্বেতকায় কৃষ্ণকায় প্রভেদ দেখিনা। ছোটো বড় প্রভেদ বুঝিনা।

প্যানেল আলোচক বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা উপাচার্য প্রফেসর ড. এম শমসের আলী বলেন, পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ সুফী ছিলেন হজরত মোহাম্মদ (স.)। তাসাওফের অনেক বই আছে।

তবে তাসাওফের মূল গ্রন্থ আল-কোরআন। সুতরাং সুফীজম শরীয়তের বাইরে নয়।

প্রফেসর ড. এম শমসের আলী

হজরত আবুবকর বলছেন, মারফত ও তাওহীদ এগুলোকে বাদ দিয়ে তাসাওফ হবে না। হজরত জোনায়েদ বাগদাদী বলেন, নিজ স্বত্ত্বাতে খোদা তা'য়ালার মাঝে বিলীন করে দিতে হবে। এক্ষেত্রে খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.) বলছেন, ওনার সুফী গ্রন্থের ৭ নং পৃষ্ঠায়, 'আত্মা একটি স্বচ্ছ দর্পণস্বরূপ। পাপ করিলে আত্মার স্বাভাবিক নির্মলতা দূরীভূত হয়। উহাতে কালিমা জন্মে..এবং তখন উহাতে ঐশী রশ্মি প্রতিফলিত হয় না। এর উপায় অনুতাপ, লজ্জা ও তওবা।' প্রফেসর ড. এম শমসের আলী আরো বলেন, তওবা মানে হলো ফিরে আসা; আমি ভুল পথে চলে গেছি সেখান থেকে ফিরে আসা। প্রত্যেক বস্তুকে ঠিক যেভাবে সৃষ্টি করা প্রয়োজন ঠিক সেইভাবেই সৃষ্টি করা হয়েছে। হজরত মোহাম্মদ (স.) বলেছিলেন, 'আমি যে আলোতে অন্যকে দেখি সেই আলোতে অন্যেরা আমাকে দেখতে পায়।' সমগ্র সৃষ্টি জগতের যে স্রষ্টা তিনি যেই সিগন্যাল পাঠাবেন, আমার আত্মা যদি পরিষ্কার থাকে আমি সেই সিগন্যাল ধরতে পারবো-সেটাই হলো সুফীর আসল দর্শন।

প্রফেসর ড. আবু তৈয়ব আবু আহমেদ বলেন, হজরত খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.) শতাধিক গ্রন্থ রচনা করেছেন। তার মধ্যে তরীকত শিক্ষা গ্রন্থটি উল্লেখযোগ্য। এই গ্রন্থে তিনি তরীকতকে খোদা প্রাপ্তির পথ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। তরীকা, তরীকত শব্দগুলি আরবী মূল শব্দ তারিক, রাস্তা বা পথ থেকে এসেছে। ইসলাম ধর্মের মূলত দুটি পথ। শরীয়ত ও তরীকত।

শরীয়ত ও তরীকত এই দুটি মূলত ইসলামের বড় দুটি অঙ্গ। শরীয়ত হলো বহিরঙ্গ আর তরীকত হলো অন্তরঙ্গ। তরীকত হলো ইসলামের নির্যাস। হজরত মোহাম্মদ (স.) সকল সাহাবীকে শরীয়তের পূর্ণ শিক্ষা দিয়েছেন। ইসলামের এই চারটি স্তর-শরীয়ত-তরীকত-হকিকত ও মারফত। এটাকে সহজভাবে উপস্থাপনের জন্য খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.) চীনাবাদামকে উপমা হিসেবে ব্যবহার করেছেন। তরীকতকে আরো সুন্দরভাবে উপস্থাপনের জন্য তিনি দুগ্ধকে ব্যবহার করেছেন।

নিজ স্বত্ত্বাতে জীবিত নয় কিন্তু খোদা তা'য়ালার মাঝে জীবিত। অর্থাৎ খোদা তা'য়ালার মাঝে বিলীন করে দিতে হবে। আবার আরেকজন বলছেন, আত্মিক পরিশুদ্ধি। এক্ষেত্রে খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.) বলছেন, ওনার সুফী গ্রন্থের ৭ নং পৃষ্ঠায়, 'আত্মা একটি স্বচ্ছদর্পণস্বরূপ। পাপ করিলে আত্মার স্বাভাবিক নির্মলতা দূরীভূত হয়। উহাতে কালিমা জন্মে.. এবং তখন উহাতে ঐশী রশ্মি প্রতিফলিত হয়না। এর উপায় অনুতাপ, লজ্জা ও তওবা।' প্রফেসর ড. এম শমসের আলী আরো বলেন, তওবা মানে হলো ফিরে আসা। আমি ভুল পথে চলে গেছি সেখান থেকে ফিরে আসা। প্রত্যেক বস্তুকে ঠিক যেভাবে সৃষ্টি করা প্রয়োজন ঠিক সেইভাবেই সৃষ্টি করা হয়েছে।

খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.) সৃষ্টকর্ম অনেক। তাঁর পত্রলেখার মধ্য দিয়ে তাকে নতুন করে আবিষ্কার করা যায়। তাঁর অনুসারীদের প্রতি পত্রগুলোর মধ্য দিয়ে তাঁর যে বিশালতা, তাঁর হৃদয়ের আকুতি সেগুলো বেরিয়ে এসেছে। বিভিন্ন ধরণের মানুষকে ধারণ করার যে ক্ষমতা ছিল, সেগুলো তাঁর পত্রে উঠে এসেছে। যতবার তাঁর এই পত্রসহ বিভিন্ন লেখা পড়া হয় ততবারই তাঁকে

ড. এম এহছানুর রহমান

নতুন করে আবিষ্কার করা হয়। তিনি হিন্দু মুসলিম সবাইকে নিয়ে একসাথে কাজ করার চিন্তা করেছেন। আলাদা আলাদাভাবে ভাগ করে চিন্তা করেননি। শিক্ষা, সমাজ নিয়ে খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.)-এর চিন্তা ভাবনা আজ থেকে শতবর্ষ আগের হলেও এখনোও তা সমানভাবে সময়োপযোগী।

শৈশব থেকে জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি আধ্যাত্মিক চিন্তা ও সাধনায় জীবন অতিবাহিত করেছেন। শুধু আল্লাহ্র সাধনাই নয়, তাঁর সৃষ্ট জীবকে ভালোবাসা, তাদের কল্যাণে আত্ম-নিবেদিত হওয়াতে মানব জীবনের পূণর্তা এই ছিল তাঁর জীবন সাধনা। বর্তমানে দেশে-বিদেশে আহ্ছানিয়া মিশনের তিন শতাধিক শখা রয়েছে। ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন যার সামাজিক ও আত্মিক উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড আজ বাংলাদেশের গন্ডি পেরিয়ে বৃহত্তর পরিসরে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে পরিব্যাপ্ত। তাই মহান এ ব্যক্তির আদর্শ, কর্ম-চিন্তা সর্বক্ষেত্রে ছড়িয়ে দেয়া সময়ের দাবী।

মো. সাইফুল ইসলাম, জনসংযোগ কর্মকর্তা, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন

নতুন ঠিকানায় লিটল ডাকলিংস

'লিটল ডাকলিংস'ডে-কেয়ার, প্রি-স্কুল এন্ড প্লে-জোন-এর ধানমন্ডি শাখা উদ্বোধন

উদ্বোধন হলো ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন পরিচালিত ডে-কেয়ার সেন্টার এন্ড প্রি-স্কুল 'লিটল ডাকলিংস'-এর ধানমন্ডি শাখা। ১৮ সেপ্টেম্বর ২০২১, শনিবার রাজধানীর ১২ নং রোডের ১৫ নং বাড়িতে লিটল ডাকলিংস-এর উদ্বোধন উপলক্ষে সংক্ষিপ্ত পরিসরে আলোচনা সভা ও মিলাদ মাহফিলের আয়োজন করা হয়। এ সময় উপস্থিত ছিলেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের সভাপতি কাজী রফিকুল আলম, সাধারণ সম্পাদক ড. এস এম খলিলুর রহমান এবং নির্বাহী পরিচালক ড. এম এহছানুর রহমান।

যান্ত্রিকতার নগরে উন্মুক্ত আকাশকে ঢেকে দিয়েছে ইট-বালুর তৈরি ছাদ। এখানে দুঃসহ কোলাহলের মাঝে গতিময় জীবন সুস্থ স্বাভাবিকতার প্রবাহকে রুদ্ধ করে দিচ্ছে। নগর জীবনের সুস্থ শারীরিক ও মানসিক বিকাশ প্রায় শূন্যের কোঠায়। এমনকি বাদ পড়ছে না সদ্যোজাত শিশু। তাকেও এই অস্বাভাবিক পরিবেশের মাঝেই বেড়ে উঠতে হচ্ছে।

অন্যদিকে কর্মব্যস্ততার যান্ত্রিকতা আরো অস্বাভাবিক করে তুলছে। যার প্রভাব পরিবারের শিশুদের ওপর পড়ছে সবচেয়ে বেশি। কিছু কিছু ক্ষেত্রে বাসার কাজের লোকই হয়ে যায় শিশুর লালন-পালনের একমাত্র ভরসা। আর অধিকাংশ ক্ষেত্রে অনিশ্চয়তা।

এমন অস্বাভাবিকতার মাঝে কিছু ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান এগিয়ে আসছে। খুঁজছে স্বাভাবিক বিকাশের উপায়। বিশেষ করে বেড়ে ওঠার প্রথম অধ্যায়ে যা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হিসেবে বিবেচিত সেই শিশুকালে কৃত্রিমতার মধ্যেই স্বাভাবিকভাবে বেড়ে ওঠার সন্ধান।

এ প্রসঙ্গে 'লিটল ডাকলিংস'-এর প্রোগ্রাম ম্যানেজার সামিয়া তাসমিনের সাথে। একটু ভিন্ন ভাবনা নিয়েই এগিয়েছেন তারা। ২০১৯ সালে প্রতিষ্ঠিত এই সেন্টারে আছে ডে-কেয়ার, প্রি-স্কুল এবং প্লে-জোন। কিন্তু সমন্বিত ও

'লিটল ডাকলিংস'ডে-কেয়ার, প্রি-স্কুল এন্ড প্লে-জোনে শিশুবিকাশমূলক কার্যক্রম

সুসংগঠিত। শিশুদের বয়স, মানসিক ও শারীরিক বিকাশের পর্যায় নির্ধারণ করে সাথে সাথে অভিভাবকের চাহিদা অনুযায়ী সেবা প্রদান করছে প্রতিষ্ঠানটি। জানালেন, প্রি-স্কুলে শিশুর বয়স ও মানসিক বিকাশের ধরণ অনুযায়ী শিক্ষা প্রদান করা হয়। শিশু বিকাশের চারটি মটো বা স্তর রয়েছে। ফাইন, গ্রোস, সোস্যাল এবং ইমোশানাল। তার প্রতিষ্ঠানে দক্ষ কর্মীর মধ্য দিয়ে এই বিকাশের এই চার পর্যায়কে মাথায় নিয়ে কাজ করা হয়। কর্মজীবী অভিভাবকদের কথা মাথায় রেখে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে ডে-কেয়ারিং-এর ওপর। ছয় মাস থেকে দশ বছর পর্যন্ত বাচ্চাদের এখানে রেখে অভিভাবকেরা তাদের কর্মস্থলে যেতে পারেন।

তিনি জানান, কিছু এসেসমেন্ট করার পর বিশেষ করে বাচ্চাদের মনোবিকাশের কয়েকটি পর্যায় পর্যালোচনা করা পর তাদের পরিচর্যা করা হয়। ডে-কেয়ারে ভর্তিকৃত বাচ্চারা ডে-কেয়ারিং-এর পাশাপাশি প্লে-জোনের সব সুবিধা পায়। তাদের কেয়ারিং-এর জন্য দক্ষ কর্মীরা কাজ করছে তার প্রতিষ্ঠানে। পাশাপাশি অভিভাবকদেরও নিয়মিত পরামর্শ প্রদান করে থাকে। ডে-কেয়ারিং-এর সাথে প্রি-স্কুল ফ্রি।

ডে-কেয়ারের শিশুর অভিভাবকদের কথা মাথায় রেখে পুরা কেন্দ্রটি সিসি ক্যামেরার আওতাভুক্ত করা হয়েছে। অভিভাবকেরা চাইলে তাদের বাচ্চারা কী করছে, কী অবস্থায় আছে তা অফিসে বা বাসায় বা যেকোনো স্থান থেকে দেখতে পারবেন।

প্লে-জোনো রয়েছে বাচ্চাদের পছন্দের বিভিন্ন ভিন্ন ভিন্ন খেলনা। অনেকটা আধুনিক মনো-বিকাশে শিশুদের যথেষ্ট সহযোগী। বর্তমানে প্লে-জোনকেন্দ্রিক হাতেগোনা কয়েকটি প্রতিষ্ঠান রয়েছে ঢাকা শহরে।

লিটল ডাকলিংস একটি সময়ের চাহিদা। এখানে প্রতিটি শিশুর স্বাভাবিক বিকাশের লক্ষ্যে সর্বোচ্চ সেবা প্রদান করা হয়। এই দিবাযত্ন কেন্দ্রে কর্মজীবী মায়েরা তাদের সন্তানদের রেখে নিশ্চিন্তে ও নির্বিঘ্নে কর্মস্থলে যেতে পারে। এবং তথ্য-প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে তারা কর্ম-স্থল থেকেও তাদের সন্তানদের প্রতি খেয়াল রাখতে পারে।

সামিয়া তাসমীন জানান, যেহেতু প্রতিষ্ঠানটি ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত একটি সেবামূলক প্রতিষ্ঠান, সে কারণে মিশনের মূলমন্ত্র 'স্রষ্টার এবাদত এবং সৃষ্টের সেবা'- বিষয়টি বিবেচ্য। এই প্রতিষ্ঠানের লাভের অংশ ব্যয় হবে জনহিতকর বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে। তাই একদিকে বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ বিশেষ করে শিশুদের সুস্থ বিকাশের কথা চিন্তা, অন্যদিকে কল্যাণমূলক কাজের কথা চিন্তা করে এই প্রতিষ্ঠানটির যাত্রা শুরু।

বিশ্ব আত্মহত্যা প্রতিরোধ দিবস- ২০২১

প্রতিপাদ্য ঃ কর্মের মাধ্যমে আশার সঞ্চার

মোঃ আমির হোসেন

দেশের জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইন্সটিটিউট ও হাসপাতালের ২০১৮-১৯ এর জরিপে দেখা যায় যে দেশের ১৭% প্রাপ্ত বয়স্ক মানুষ মানসিক রোগে ভুগছে যাদের মধ্যে ৭% বিষন্নতায় ভুগছে। এদের মধ্যে পুরুষ ১৬.৮% এবং নারী ১৭%। দুঃখ জনক বিষয় হল এদের মধ্যে ৯২.৩% কোন ধরনের মানসিক রোগের চিকিৎসা গ্রহন করে না। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার হিসেব মতে সারাবিশ্বে ২৬৪ মিলিয়ন মানুষ বিষন্নতায় ভুগছে এবং এদের মধ্যে ৮ লক্ষ মানুষ আত্মহত্যা করে। ১৫-২৯ বয়সিদের মধ্যে মৃত্যুর দ্বিতীয় মুখ্য কারণ হল আত্মহত্যা। বিশ্বে আত্মহত্যার কারণে প্রতি ৪০ সেকেন্ডে ১ জন ব্যক্তির মৃত্যু ঘটে। বেশির ভাগ মানুষ মানসিক সমস্যায় ভুগে আত্মহত্যা করে থাকে। এদিক থেকে বলতে গেলে আত্মহত্যার প্রধান কারণ হিসেবে মানসিক সমস্যাকেই ধরা হয়। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে- "মানসিক স্বাস্থ্য হল ব্যক্তির মনের এমন এক ভালো থাকার অনুভূতির অবস্থা যেখানে ব্যক্তি তার নিজের ভেতরের দক্ষতা সমূহকে কার্যকর করে তুলতে পারে। জীবনের স্বাভাবিক মানসিক চাপসমূহ মোকাবেলা করতে পারে, উৎপাদনশীল ও কার্যকরভাবে কাজ করতে পারে এবং তার নিজ সমাজে সে অবদান রাখতে পারে "। একজন আত্মহত্যাপ্রবন মানুষের মাঝে হতাশা, অসহায়ত্ব, একাকীত্ব, সমস্যা সমাধানের দক্ষতার অভাব এই বিসয়গুলই মূলত দেখা যায়। যখন প্রচণ্ড হতাশা নিয়ে একজন মানুষ বেঁচে থাকার কোন অবলম্বন পায় না তখন সে মরে যাওয়াকেই উত্তম মনে করে। শুধু তাই নয় অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে মানুষ রাগ বা ক্রোধের বশেও আত্মহত্যা করে ফেলে। তাই আত্মহত্যা কে কখন কি কারনে করবে সেটা বলা কঠিন। তবে যে কারনেই একজন মানুষ আত্মহত্যা করুক না কেন বলা যায় যে তার সমস্যা সমাধান করার যে দক্ষতা বা দুর্বল জীবন দক্ষতা বা পরিস্থিতির সাথে খাপ খাইয়ে নেয়ার যে দক্ষতা সেটির অভাবই মূলত আত্মহত্যার অন্যতম কারন। মনে রাখতে হবে পৃথিবীর সব মানুষের মাঝে হতাশা, দুঃখ, রাগ, ক্রোধ আছে। কিন্তু সবাই কিন্তু আত্মহত্যা করে না। তাহলে যে আত্মহত্যা করে আর যে করে না তাদের মধ্যে অন্যতম প্রধান পার্থক্য হল সমস্যা সমাধান করা ও পরিস্থিতির সাথে খাপ খাইয়ে নেয়ার দক্ষতার অভাব। তাছাড়াও আত্মহত্যার কারণ পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, বিভিন্ন ধরণের মানসিক রোগ, মাদকাসক্তি, সামাজিক অস্থিরতা এমনকি বংশগত প্রভাবের কারনে মানুষ আত্মহত্যার।

তবে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল একজন মানুষ যখন আত্মহত্যাপ্রবণ হয়ে ওঠে তখন সে সবসময় কোন না সংকেত দেয়। আর এই লক্ষণ সমুহকে আত্মহত্যার সতর্ক সংকেত বা (Warning Sign)। আমেরিকান অ্যাসোসিয়েশান অফ সুইসাইডিওলজির গবেষণায় নিম্নোক্ত সতর্ক সংকেত উঠে আসে-

- নিজেকে শেষ করে দেওয়ার কথা বলা
- নিজেকে শেষ করে দেওয়ার জন্য বিপদজনক উপাদানগুলো খোঁজা
- মৃত্যু বিষয় নিয়ে কথা বলা বা ডায়রী লেখা
- নেশা গ্রহনের প্রবনতা বেড়ে যাওয়া
- জীবনে বেঁচে থাকার কোন অর্থ খুঁজে না পাওয়া বা প্রচন্ড হতাশ থাকা
- অস্থিরতা, ঘুম কম হওয়া বা বেড়ে যাওয়া
- আশাহত হওয়া
- বন্ধু, পরিবার ও কাছের মানুষদের কাছ থেকে নিজেকে সরিয়ে নেয়া
- খুব দ্রুত মনের অবস্থা পরিবর্তন হতে থাকা
- নিজের প্রতি উদাসীন থাকা

তবে আশার কথা হল আত্মহত্যা প্রতিরোধযোগ্য। সঠিক ও প্রমান সাপেক্ষ চিকিৎসা ও পদক্ষেপে একজন আত্মহত্যার ঝুঁকিতে থাকা ব্যক্তিকে রক্ষা করা সম্ভব। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা আত্মহত্যা প্রতিরোধকে গ্ররুত্ব দিয়ে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার জন্য আঞ্চলিক কর্মকৌশল গ্রহণ করেছে সেগুলো সমূহ হল ঃ

১। আত্মহত্যা প্রতিরোধে কঠোর প্রচারণা, নেতৃত্ব এবং নীতিমালা কার্যকর করা
২। সামাজিক সেবা হিসেবে আত্মহত্যা সমস্যাকে গুরুত্বসহকারে বিবেচনায় নিয়ে তা প্রতিহত করার লক্ষ্যে সংহতিপূর্ণ, সমন্বিত এবং প্রতিক্রিয়াশীল মানসিক স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করা
৩। আত্মহত্যা প্রতিরোধের ক্ষেত্রে মানসিক, সামাজিক ও শারীরিক স্বাস্থ্য এবং সুস্থতার জন্য নির্দেশনাবলী বাস্তবায়ন করা
৪। আত্মহত্যা বিষয়ে তথ্যাবলী সংগ্রহ ও সংরক্ষণ পদ্ধতি, প্রমাণাদি এবং গবেষণা ব্যবস্থা জোরদার করা

অতএব আত্মহত্যা প্রতিরোধে নিম্নোক্ত উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে :

১. মানসিক স্বাস্থ্য সেবা প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবায় অন্তর্ভুক্ত যাতে দ্রুত মানসিক কষ্ট বা সবায় সেবা নিতে পারে।
২. শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ভিত্তিক আত্মহত্যা প্রতিরোধে নিয়মিত সচেতনামূলক সভা করা।
৩. আত্মহত্যার ঝুঁকিপূর্ণ লক্ষন সম্পর্কে সবাইকে সচেতন করা
৪. কারো মধ্যে আত্মহত্যা প্রবণতা দেখা গেলে, কেউ নিজের ক্ষতি নিজে করতে শুরু করলে, কেউ মানসিক চাপগ্রস্থ হলে, কেউ মানসিকভাবে অসুস্থ হলে তাঁকে দ্রুত চিকিৎসার আওতায় আনা
৫. আত্মহত্যা প্রতিরোধে জাতীয় পর্যায়ের হেল্প লাইন তৈরি করা
৬. আত্মহত্যা প্রতিরোধে জাতীয় পর্যায়ের কর্মপরিকল্পনা তৈরি করা
৭. শিক্ষার প্রতিটি স্তরে মানসিক স্বাস্থ্যের গুরুত্ব ও এর যত্ন সংক্রান্ত বিষয়াদি অন্তর্ভূক্ত করা
৮. পিতামাতাকে সঠিক শিশু প্রতিপালন পদ্ধতির উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা
৯. সামাজিক অস্থিরতা প্রতিরোধে কাজ করা
১০. মানসিক স্বাস্থ্যের চিকিৎসা বিস্তার করে কমিউনিটি লেবেলে নিয়ে যাওয়া।
১১. মাদকবিরোধী আইনের শক্তিশালী ও যথ যথ প্রয়োগ নিশ্চিত করা
১২. পরিবারকে মাদকবিরোধী কর্মকান্ডে অন্তর্ভুক্ত করা এবং পারিবারিক মূল্যবোধ বৃদ্ধিতে সহযোগিতা করা

তাই সুস্থ মানসিক স্বাস্থ্যের বিকাশের মাধ্যমে এবং আত্মহত্যা প্রতিরোধে যুগপোযোগী পদক্ষেপ ও মাদকমুক্ত দেশ ও জাতি গঠন ও উন্নয়নে সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টার সাথে স্বাস্থ্য সেক্টর, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন সদা সম্পৃক্ত থাকবে। তাই মানসিক স্বাস্থ্যের উন্নয়ন নিশ্চিত করা গেলে দেশের সার্বিক উন্নয়নসহ অন্য সব লক্ষ্যগুলোই অর্জন করা সম্ভব হবে।

মোঃ আমির হোসেন, চিকিৎসা মনোবিজ্ঞানী ও সমন্বয়কারী, মনোযত্ন কেন্দ্র, স্বাস্থ্য সেক্টর, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন।

নারায়ণগঞ্জে মিশনের নির্বাহী পরিচালকের শিক্ষা সেক্টরের আউট অব স্কুল চিলড্রেন প্রোগ্রাম পরিদর্শন

২ সেপ্টেম্বর ২০২১ ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন (ডাম) এর নির্বাহী পরিচালক ড. এম. এহ্ছানুর রহমান শিক্ষা সেক্টরের আউট অব স্কুল চিলড্রেন প্রোগ্রাম পরিদর্শন করেন

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন (ডাম) এর নির্বাহী পরিচালক ড. এম. এহ্ছানুর রহমান শিক্ষা সেক্টরের আউট অব স্কুল চিলড্রেন প্রোগ্রাম পরিদর্শন করেছেন। ২ সেপ্টেম্বর ২০২১ এ তিনি নারায়নগঞ্জ জেলার সোনারগাঁ উপজেলায় পরিদর্শনের সময় শিক্ষার্থীর জরিপ তথ্য যাচাই, সিএলসি ঘর, ক্যাম্পেইন কমিটির সাথে প্রকল্পটির কার্যক্রম নিয়ে কথা বলেন। তিনি সিএলসি ব্যবস্থাপনা কমিটি, অভিভাবক, শিক্ষার্থীদের মা, ও স্থানীয় শিক্ষা উৎসাহী গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সাথে প্রকল্পের প্রাথমিক শিক্ষা নিয়ে উঠান বৈঠক করেন। কোভিড-১৯ সময়ে শিশুদের শিক্ষা নিয়ে শিক্ষার্থীদের মা ও অভিভাবক ও সিএলসি ব্যবস্থাপনা কমিটি তাদের ভাবনা, সমস্যা ও সমাধান তুলে ধরেন। নির্বাহী পরিচালক মহোদয় প্রকল্পের এরিয়া অফিস ও ফিল্ড পর্যায়ে অফিস পরিদর্শন করেন এবং অফিস ব্যবস্থাপনা বিষয়ে কর্মীদের দিক নির্দেশনা প্রদান করেন।

এরপর তিনি নারায়ণগঞ্জ জেলা উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর সহকারী পরিচালক এমএম সাইদুর রহমানের সাথে আউট অব স্কুল চিলড্রেন এডুকেশন প্রোগ্রামচ এর জেলা পর্যায়ের মাসিক অগ্রগতি পর্যালোচনা সভায় অংশগ্রহণ করেন। সভায় বিদ্যালয় বহির্ভূত ও ঝরে পড়া শিক্ষার্থী জরিপ, তথ্য যাচাই, সিএলসি জীবাণুমুক্তকরণ, শিক্ষার্থী ভর্তির ক্যাম্পইন, সিএমসি কমিটি কার্যকরী করা, শিক্ষার্থী ও অভিভাবক প্রস্তুতকরণ, মাল্টিগ্রেড পদ্ধতির শিক্ষণ-শিখন ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করা হয়। মিশনের নির্বাহী পরিচালক ও নারায়ণগঞ্জ জেলা উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর সহকারী পরিচালক সভায় উপস্থিত থেকে শিক্ষা কর্মীদের দিক নির্দেশনা ও পরামর্শ প্রদান করেন। সভায় প্রকল্পের প্রধান কার্যালয়ের ডেপুটি মানেজার (মনিটরিং) শহিদুল ইসলাম, নারায়ণগঞ্জ জেলার জেলা ম্যানেজার অশোক কুমার ঘোষ এবং সকল উপজেলা ম্যানেজারগণ অগ্রগতি পর্যালোচনা সভায় অংশগ্রহণ করেন।

মিশনের নির্বাহী পরিচালক ও নারায়ণগঞ্জ জেলা উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর সহকারী পরিচালক পরিদর্শনের সার্বিক সহযোগিতা ছিলেন ডাম আউট অব স্কুল চিলড্রেন প্রোগ্রামের সিনিয়র প্রোগ্রাম ম্যানেজার সাইফুল করীম।

উল্লেখ্য, এই প্রকল্পের মাধ্যমে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন বাংলাদেশ সরকারের বিএনএফই-প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রাণালয়ের অর্থায়নে নারায়ণগঞ্জ জেলার সিটি কর্পোরেশন ও ৫টি উপজেলায় ২৫৫০০ শিক্ষার্থীকে প্রাথমিক শিক্ষা প্রদান করবে।

‘হেলদি ক্যাফে ফর এ হেলদি প্ল্যানেট’ শীর্ষক ভার্চুয়াল অনুষ্ঠান

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের শিক্ষা সেক্টরের কিশোর-কিশোরী ও যুব উন্নয়ন প্রকল্পের কারিগরি ও আর্থিক সহায়তায় এডুকো বাংলাদেশ ‘হেলদি ক্যাফে ফর এ হেলদি প্ল্যানেট’ শীর্ষক এক ভার্চুয়াল অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। ২১ আগস্ট ২০২১-এ অনুষ্ঠিত এই অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য ছিল কমিউনিটি পর্যায়ে যুবকদের গুরুত্ব ও একটি সুস্বাস্থ্যময় পৃথিবী নির্মাণ। অনুষ্ঠানে ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জ থেকে ৫০ জন যুবক তাদের মতামত জানায়। পার্লামেন্ট মেম্বার আরমা দত্ত প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের পরিচালক ড. সায়ীদ ও উপ-পরিচালক মো. আসাদুল্লাহ। এ ছাড়াও যুব প্রতিনিধিসহ ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

শিক্ষা সেক্টর বিশ্ব যুব দক্ষতা দিবস ২০২১ উদযাপন

বিশ্ব যুব দক্ষতা দিবস ২০২১ উদযাপন উপলক্ষে এডুকো বাংলাদেশের কারিগরি ও আর্থিক সহায়তায় ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের শিক্ষা সেক্টরের অধীনে কিশোর-কিশোরী ও যুব উন্নয়ন প্রকল্পের উদ্যোগে একটি ভার্চুয়াল অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। ১৫ জুলাই, ২০২১-এ অনুষ্ঠিত এই অনুষ্ঠানের মূল বিষয় ছিল মহামারী পরবর্তী যুব দক্ষতা পুনর্নির্মাণ। ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জ জেলার বিভিন্ন কমিউনিটি থেকে ৫০ জনেরও বেশি কিশোর-কিশোরী এবং যুবকরা এই অনুষ্ঠানে তাদের মতামত প্রদান করার সুযোগ পায়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক বিরাজ চন্দ্র সরকার। প্যানেলিস্ট হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সমাজসেবা কর্মকর্তা কে.এম. শহিদুজ্জামান, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের টিভিইটি প্রধান মো. শহিদুল ইসলাম।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় আহছানউল্লাহর ভূমিকা অনস্বীকার্য

বিংশ শতাব্দীর বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, সুফি-সাধক, সমাজ-সংস্কারক খানবাহাদুর আহছানউল্লা ১৮৯৫ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দর্শন শাস্ত্রে এমএ ডিগ্রি লাভ করেন। তারপর দীর্ঘ ৩৪ বছর তিনি শিক্ষাদান ও শিক্ষাসেবায় নিজেকে নিয়োজিত রেখে বাংলার পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীকে শিক্ষায় বিশেষ করে ইংরেজি শিক্ষায় আগ্রহী করে তুলতে সচেষ্ট থাকেন। তারই ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় চট্টগ্রাম, কুমিল্লা ও ব্রাহ্মণবাড়িয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে বেশ কিছু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। ১৯১৪ সালের পর থেকে ১৯২৮ সাল পর্যন্ত তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট, সিন্ডিকেট, গুরুত্বপূর্ণ অন্যান্য কমিটি ও কাউন্সিলের সদস্য ছিলেন। তিনি ১৯১২ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় স্কিম প্রণয়নের জন্য গঠিত নাথান কমিটির একটি গুরুত্বপূর্ণ সাব-কমিটির সদস্য মনোনীত হয়েছিলেন।

পরবর্তী সময়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের খসড়া বিল-১৯১৯ বিবেচনার জন্য ৯ সদস্য বিশিষ্ট কমিটিতে খানবাহাদুর আহছানউল্লা একমাত্র বাঙালি মুসলমান সদস্য হিসেবে মনোনীত হন। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যকারিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে তার জোরালো যুক্তি উপস্থাপন করেন। খানবাহাদুর আহছানউল্লা সম্পর্কে এই বিষয়গুলোই উঠে আসে ঢাকা আহছানিয়া মিশন স্বাস্থ্য সেক্টরের উদ্যোগে আয়োজিত সরাসরি সম্প্রচারিত আলোচনা অনুষ্ঠান 'করোনা সংলাপ'-এ। ৪ আগস্ট সন্ধ্যায় ফেসবুক ও ইউটিউবে প্রচারিত 'করোনা সংলাপ' (পর্ব-৩০) শিরোনামের এই লাইভ অনুষ্ঠানের বিষয় ছিল 'অবিভক্ত বাংলার অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর শিক্ষাবিস্তার ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় খানবাহাদুর আহছানউল্লা (রহ:)-এর ভূমিকা'। এতে আলোচক হিসেবে ছিলেন বিশিষ্ট চিন্তাবিদ ও লেখক ড. সলিমুল্লাহ খান এবং সাবেক সচিব, এনবিআর-এর চেয়ারম্যান ও গবেষক ড. মোহাম্মদ আবদুল মজিদ। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন ঢাকা আহছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য ও ওয়াশ সেক্টরের পরিচালক ইকবাল মাসুদ।

এ সময় খানবাহাদুর আহছানউল্লাহকে বাঙালি মুসলমানদের নব জাগরণের পথিকৃৎ বলেন ড. সলিমুল্লাহ খান। তিনি বলেন, শিক্ষার প্রসারে খানবাহাদুর আহছানউল্লাহর ভূমিকা ছিল অনস্বীকার্য। বিশেষ করে বাঙালির মাতৃভাষা বাংলাকে খানবাহাদুর আহছানউল্লা কেবল ধারণই করেননি, বরং তিনি তার সাহিত্যচর্চার মাধ্যমেও তা প্রকাশ করেছেন। খানবাহাদুর আহছানউল্লার সময়ের অনেক মুসলিম সাহিত্যিক বাংলায় সাহিত্যচর্চা করতেন না। উর্দুর প্রচলন ছিল বেশি। কিন্তু খানবাহাদুর আহছানউল্লা প্রাঞ্জল বাংলায় সাহিত্যচর্চা করেছেন। এটি তার বড় মনেরই পরিচায়ক।

ড. মো. আবদুল মজিদ বলেন, বঙ্গভঙ্গ রদ হওয়ার প্রেক্ষাপটে পূর্ববঙ্গের জনগণের সার্বিক উন্নয়ন দাবিদাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে ভারতে ব্রিটিশ সরকার ঢাকায় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের ঐতিহাসিক পদক্ষেপ গ্রহণ করে। এটি বাস্তবায়নে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নীতিনির্ধারণী পর্ষদগুলোর একমাত্র পূর্ববঙ্গীয় মুসলমান সদস্য হিসেবে খানবাহাদুর আহছানউল্লা অবিসংবাদিত ভূমিকা পালন করেছিলেন।

আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস উদযাপন

আজকের শিশুরাই আগামীদিনের ভবিষ্যৎ। বেঁচে থাকার কঠিন সংগ্রামে তাই সকল শিশুর প্রয়োজন খানিকটা অনুপ্রেরণা এবং উৎসাহ। আর বর্তমান সময়ে মাথা উঁচু করে বেঁচে থাকতে হলে সকলের প্রয়োজন নিজের পরিচয়ে পরিচিত হওয়া।

ইউনেস্কো কর্তৃক আয়োজিত আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবসের উদ্দেশ্যই সমাজের সকলকে লিখতে ও পড়তে শেখানো, হিসাব করতে পারা, অন্যকে শেখানো এবং প্রাত্যহিক জীবনে তার প্রয়োগ করা। এবছরের সাক্ষরতা দিবসের প্রতিপাদ্য বিষয়: 'লিটারেসি ফর আ হিউমেন- 'সেন্টার্ড রিকভারি: ন্যারোয়িং দি ডিজিটাল ডিভাইন'। ৮ই সেপ্টেম্বর ঢাকা আহছানিয়া মিশন কর্তৃক পরিচালিত অধিকার স্ট্রীট এন্ড ওয়ার্কিং চিল্ড্রেন আউটরিচ প্রকল্প সুবিধা বঞ্চিত এবং কর্মজীবী শিশুদের সাক্ষরতা দিবসের গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা এবং সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কর্মসূচি আয়োজন করে উক্ত আয়োজনে সমতট মুক্ত স্কাউট গ্রুপ এর রোভাররা স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে সহয়তা করে।

ঢাকার কমলাপুর, টিটি পাড়া এবং অধিকার বেস অফিসে সুবিধা বঞ্চিত এবং কর্মজীবী শিশুদের তাদের নিজেদের নাম, বাবা মায়ের নাম, জন্ম তারিখ লিখতে শেখানো হয়। প্রায় ৬০ জন শিশুকে স্বাক্ষর করতে শেখানোর পর সাদা কাপড়ে সবার স্বাক্ষর এবং তাদের মতামত গ্রহণ করা হয়। পরিশেষে সকল শিশুদের সকালের নাস্তা এবং দুপুরের খাবার দেয়া হয়। শিশুরা এধরনের আয়োজনের অংশ হতে পেরে এবং অনেকেই প্রথম বারের মত নিজেদের নাম লিখতে পেরে আনন্দ প্রকাশ করে।

রাজধানীর কমলাপুরে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস উদযাপন

অনুষ্ঠানে সকলের উদ্দেশ্যে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন প্রতিনিধি তাহেরা ইয়াসমিন সাক্ষরতা দিবসের গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা করেন এবং প্রতিপাদ্য বিষয় সম্পর্কে সকলকে জানান।

ডিএফইডি ও পূবালী ব্যাংকের সিএসআর

গাজীপুরের শ্রীপুরে করোনায় ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে খাদ্যসামগ্রী বিতরণ

গাজীপুরের শ্রীপুরে করোনায় ক্ষতিগ্রস্ত ২৫০ দরিদ্র পরিবারের মধ্যে আহ্ছানিয়া মিশনের খাদ্য ও স্বাস্থ্যসামগ্রী বিতরণ

গাজীপুরের শ্রীপুরে করোনায় ক্ষতিগ্রস্ত ২৫০ দরিদ্র পরিবারের মধ্যে খাদ্য ও স্বাস্থ্যসামগ্রী বিতরণ করা হয়। খাদ্য সামগ্রীর মধ্যে ছিল চাল, ডাল, তেল, চিনি, পিয়াজ, রসুন, লবণ, আলু ও মসলা এবং স্বাস্থ্যসামগ্রীর মধ্যে ছিল গোসলের সাবান, ডিটারজেন্ট পাউডার, ওরস্যালাইন, মেট্রিল, প্যারাসিটামল এবং মাস্ক। ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের ডাম ফাউন্ডেশন ফর ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট (ডিএফইডি) ও পূবালী ব্যাংকের আর্থিক সহযোগিতায় সম্প্রতি অনুষ্ঠিত এই বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন শ্রীপুর পৌরসভা মেয়র মো. আনিছুর রহমান। সভাপতিত্ব করেন ডিএফইডি'র এজিএম মো. রেজাউল করিম। অনষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন ডিএফইডি'র জোনাল ম্যানেজার মো. খায়রুল ইসলাম। উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মো. খোকন প্রধান ও কৃষিবিদ মো. নিয়ামুল কবির।

প্রধান অতিথি বলেন, ডাম ফাউন্ডেশনের এ ধরনের উদ্যোগ প্রশংসার দাবিদার। খাদ্য ও স্বাস্থ্য সামগ্রী করোনায় ক্ষতিগ্রস্ত দরিদ্র জনগোষ্ঠীর খাদ্য চাহিদা ও স্বাস্থ্য সুরক্ষায় ভূমিকা রাখবে বলে আমার বিশ্বাস। তিনি আরও বলেন ভবিষ্যতে ডাম ফাউন্ডেশন এ ধরনের কার্যক্রম গ্রহন করলে পৌর/ উপজেলা প্রশাসন সার্বিকভাবে সহায়তা করবে।

উল্লেখ্য, দেশে চলমান করোনা ভাইরাস সংকট মোকাবেলায় ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের ডাম ফাউন্ডেশন ফর ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট (ডিএফইডি) ও পূবালী ব্যাংকের আর্থিক সহযোগিতায় গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন এলাকায় ২৫০ জন ও সিটি কর্পোরেশনের বাহিরে শ্রীপুর উপজেলায় ২৫০ জন হতদরিদ্র, সাময়িক কর্মহীন এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠী যারা করোনা ভাইরাস সংক্রমণজনিত কারণে ক্ষতিগ্রস্ত তাদের মধ্য থেকে নির্বাচিত মোট ৫০০ পরিবারকে খাদ্য ও স্বাস্থ্যসামগ্রী সহায়তা করার উদ্যোগ গ্রহণ করে। এরই ধারাবাহিকতায় বিতরণ কার্যক্রম সম্পাদন করা হয়।

বরিশালে পথশিশু টাস্কফোর্স অ্যাডভোকেসি অ্যাকশন প্ল্যান তৈরির লক্ষ্যে পরামর্শ সভা

বরিশালের সেইন্ট বাংলাদেশের সভাকক্ষে পথশিশু টাস্কফোর্স অ্যাডভোকেসি অ্যাকশন প্ল্যান তৈরির জন্য সভা

পথশিশু সুরক্ষায় সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণে ঢাকা আহছানিয়া মিশন (ডাম) ও স্ট্রীট চিল্ড্রেন এক্টিভিস্টস নেটওয়ার্ক (স্ক্যান) বাংলাদেশ যৌথ উদ্যোগে বরিশালে একটি পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ২৮ আগস্ট ২০২১ এ বরিশালের সেইন্ট বাংলাদেশের সভাকক্ষে পথশিশুদের নিকট থেকে তাদের সমস্যাসমূহ শোনা এবং পরবর্তিতে পথশিশুদের মতামতের আলোকে তাদের অবস্থা পরিবর্তনের লক্ষ্যে পথ শিশু টাস্কফোর্স অ্যাডভোকেসি অ্যাকশন প্ল্যান তৈরির জন্য এই সভা অয়োজন করা হয়। সভায় বরিশালের মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক দিলারা খানমের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বরিশাল জেলা প্রশাসনের এডিসি শহীদুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বরিশালের সহকারী পুলিশ সুপার ফরহাদ সরদার।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে শহীদুল ইসলাম বলেন, সরকার পথ শিশুদের জন্য বিভিন্ন ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। শিশুদের সুরক্ষায় সকল সংগঠনকে একযোগে কাজ করা প্রয়োজন। বক্তব্যে তিনি বরিশালে কর্মরত সকল সরকারি ও বেসরকারি সংগঠনগুলোকে নিয়ে একটি কমিটি করার প্রস্তাব করেন। জেলা প্রশাসনের কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত আগামী সভায় এই বেসরকারি সংগঠনগুলোকে প্রস্তাব উপস্থাপনের জন্য বলেন। বিশেষ অতিথি ফরহাদ সরদার বলেন, পথশিশুদের প্রতি নির্যাতন ও শোষণ বন্ধে শীঘ্রই লঞ্চ টার্মিনালের সাথে যুক্ত সংগঠনগুলোকে নিয়ে একটি সভা করা হবে। পথশিশু টাস্কফোর্সের সদস্যরা জানান যে, লঞ্চ টার্মিনাল এলাকায় শিশুরা বিভিন্ন ধরনের শারিরীক ও মানসিক নির্যাতনের শিকার হচ্ছে। তিনবেলা খাওয়ার জন্য ভিক্ষাবৃত্তিতে যুক্ত হতে বাধ্য হচ্ছে। তাদের থাকার কোন জায়গা নাই, অর্জিত অর্থও জমা করতে পারে না, চুরি হয়ে যায়। এ অবস্থা হতে উত্তরণে সকলের সহযোগিতা আহ্বান করেন।

অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য রাখেন, স্ক্যান বাংলাদেশের সভাপতি জাহাঙ্গীর হোসেন, সহ-সভাপতি আফতাবুজ্জামান, এক রঙা এক ঘুড়ীর নির্বাহী পরিচালক নীলসাধু, সেইন্ট বাংলাদেশের নির্বাহী পরিচালক জাহাঙ্গীর কবীর, সিআরএসএস এর নির্বাহী পরিচালক রবিন বল্লভ প্রমুখ।

দুস্থ নারী ও পরিত্যক্ত শিশু কেন্দ্রে

১ লক্ষ টাকা অনুদান দিল আহ্ছানিয়া মিশন সাপোর্ট ফোরাম

আহ্ছানিয়া মিশন শিশু নগরীর প্রোগ্রাম কো-অর্ডিনেটরের হাতে ১ লাখ টাকার চেক তুলে দেন সাপোর্ট ফোরামের সভাপতি কাজী রফিকুল আলম

কেএনএইচ আহ্ছানিয়া দুস্থ নারী ও পরিত্যক্ত শিশু কেন্দ্রে অবস্থানরত এতিম শিশু ও দুস্থ গর্ভবতী মায়েদের চিকিৎসা ও খাদ্যের জন্য আহ্ছানিয়া মিশন সাপোর্ট ফোরাম প্রতিমাসে এক লাখ টাকা বরাদ্দ দিয়েছে। এরই অংশ হিসেবে সম্প্রতি আহ্ছানিয়া মিশন সাপোর্ট ফোরামের সভাপতি কাজী রফিকুল আলম ১ লাখ টাকার চেক তুলে দেন আহ্ছানিয়া মিশন শিশু নগরীর প্রোগ্রাম কো-অর্ডিনেটর শেখ মহব্বত হোসেনের হাতে। চেক হস্তান্তরের সময় উপস্থিত ছিলেন সাপোর্ট ফোরাম নির্বাহী কমিটির সহ-সভাপতি মোহাম্মদ লকিয়তউল্লাহ, সাপোর্ট ফোরামের প্রশাসনিক কর্মকর্তা মো. মোখলেছুজ্জামান এবং প্রোগ্রাম অফিসার নুসরাত জেরিন।

উল্লেখ্য, আহ্ছানিয়া মিশন সাপোর্ট ফোরামের কার্য-নির্বাহী কমিটির ২০তম সভার সিদ্ধান্তানুযায়ী ঢাকার মিরপুরের পাইকপাড়ায় অবস্থিত দুস্থ নারী ও পরিত্যক্ত শিশু কেন্দ্রের সহায়তা প্রদানের জন্য সাপোর্ট ফোরামের পক্ষ হতে মাসিক ১(এক) লক্ষ টাকা দেয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের "কেএনএইচ-আহছানিয়া দুস্থ নারী ও পরিত্যক্ত শিশু কেন্দ্রেটি" গত ৬ বছর যাবৎ ঢাকার মিরপুরের পাইকপাড়ায় নিজস্ব ভবনে দুস্থ, নির্যাতিত নারী এবং সুবিধাবঞ্চিত পরিত্যক্ত শিশুদের সেবা দিয়ে আসছে। প্রতিষ্ঠানটির নানামুখী সেবার ভেতর অবাঞ্ছিতভাবে গর্ভবতী নারীদের গর্ভকালীন এবং সন্তান প্রসবস্থায় তাদের ন্যায্য মৌলিক অধিকারসমূহ সুরক্ষিত আবাসন, খাদ্য, বস্ত্র, মানসিক স্বাস্থ্য সুবিধা ইত্যাদি প্রদান করা হয়।

এ যাবৎ ৫৯ জন-গর্ভবতী নারীকে সেবা দেয়া হয়েছে। যাদের ভূমিষ্ঠ হওয়া মোট ৫৪ জন শিশুর মধ্যে ৩২ জনকে নিঃসন্তান পরিবারে লালন পালন এর জন্য দেয়া হয়েছে। ১ জন মারা গেছে, ৩ জন সেন্টারে আছে। ১৮জন মায়ের সাথে চলে গেছে। অন্যত্র থেকে পাওয়া ২ জন নবজাতককে ও নিঃসন্তান পরিবারে লালন-পালনের জন্য দেয়া হয়েছে। এ ছাড়াও হারিয়ে আসা ৩৪ জন শিশুর মধ্যে ১০ জনকে পরিবারে পূনএকত্রিকরণ, ১৩ জনকে শিশুনগরীতে প্রেরণ, ১ জন মারা গেছে এবং ১০ জন সেন্টারে অবস্থান করছে।

কিশোর-কিশোরী ও যুব উন্নয়ন প্রকল্পের অবহিতকরণ সভা

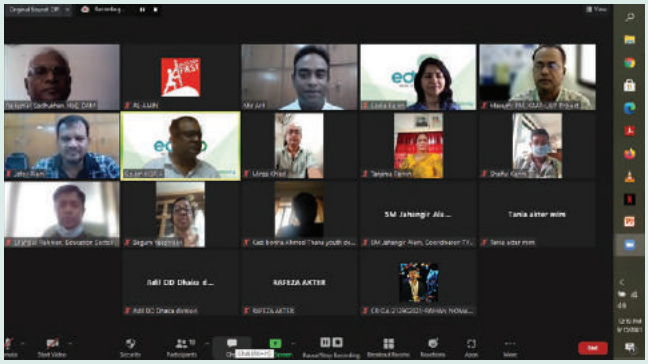

অনলাইন প্লাটফর্মে অনুষ্ঠিত কিশোর-কিশোরী ও যুব উন্নয়ন প্রকল্পের অবহিতকরণ সভা

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের কিশোর-কিশোরী ও যুব উন্নয়ন প্রকল্পের অবহিতকরণ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২১, মঙ্গলবার অনলাইন প্লাটফর্মে অনুষ্ঠিত এ অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর-ঢাকার উপ-পরিচালক বিরাজ চন্দ্র সরকার, বিভাগীয় সমাজসেবা কার্যালয়ের আদিল মোত্তাকীন, যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা জামাল নাসের খান, থানা যুব উন্নয়ন কমকর্তা বেগম ইয়াসমীন। এ ছাড়াও অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থা ও দাতা সংস্থার প্রতিনিধিবৃন্দ।

কিশোর-কিশোরী ও যুব উন্নয়ন প্রকল্পের টেকনিক্যাল অফিসার আরিফুল ইসলাম জানান, এডুকো বাংলাদেশের আর্থিক সহায়তায় দুই বছর মেয়াদী এই প্রকল্পটি ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জ জেলায় বাস্তবায়িত হবে।

তিনি আরো জানান, এই প্রকল্পের মাধ্যমে ১১-২৪ বছর বয়সী ১০০০ কিশোর-কিশোরী ও যুবকদের সংগঠিত করে তাদের অধিকার আদায়ের জন্য উপযোগী করে গড়ে তোলা, কারিগরি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাদের দক্ষ ও নিরাপদ কর্ম-প্রবেশের সুযোগ সৃষ্টি করা হবে। সর্বোপরি এই কিশোর ও যুবকদের সামাজিক ক্ষমতায়নের মাধ্যমে উন্নয়শীল দেশের বাহক হিসেবে গড়ে তোলায় এই প্রকল্পের মূল লক্ষ্য।

আহ্ছানিয়া মিশন শিশুনগরীর স্কুল ভবন উদ্বোধন

২৭ সেপ্টেম্বর ২০২১, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের প্রেসিডেন্ট কাজী রফিকুল আলম ও নির্বাহী পরিচালক ড. এম এহছানুর রহমান পঞ্চগড়স্থ আহ্ছানিয়া মিশন শিশুনগরীর স্কুল ভবন উদ্বোধন করেন। এ সময় আহ্ছানিয়া মিশন শিশুনগরীর প্রোগ্রাম কো-অর্ডিনেটর শেখ মহব্বত হোসেনসহ ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের প্রধান কার্যালয় ও শিশুনগরীর কর্মকর্তারা।

‘নীতিতে আপোষহীন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব’ শীর্ষক রচনা প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান

মিরপুরস্থ আহ্ছানিয়া মিশন কলেজে ‘নীতিতে আপোষহীন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব’ শীর্ষক রচনা প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করছেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের সভাপতি কাজী রফিকুল আলম

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শততম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২১ ঢাকা আহছানিয়া মিশন কলেজের হল রুমে সেন্টার ফর এথিক্স এডুকেশন ও আহছানিয়া মিশন কলেজের যৌথ আয়োজনে “নীতিতে আপোষহীন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব” শীর্ষক রচনা প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ঢাকা আহছানিয়া মিশনের সভাপতি কাজী রফিকুল আলম। স্বাগত বক্তব্য দেন সেন্টার ফর এথিক্স এডুকেশনের নির্বাহী কর্মকর্তা কাজী আলী রেজা।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে আরো বক্তব্য রাখেন ঢাকা আহছানিয়া মিশনের সাধারণ সম্পাদক ড. এস এম খলিলুর রহমান ও ঢাকা আহছানিয়া মিশন কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর মো. মফিজুর রহমান। এছাড়া রচনা প্রতিযোগিতার বিচারক হাফসা আক্তার, প্রভাষক- বাংলা বিভাগ, আহছানিয়া মিশন কলেজ ও রচনা প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকারী ইসরাত জাহান ইলা তাদের অনুভূতি ব্যক্ত করেন। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন জাহাঙ্গীর যুবরাজ ও সাবিহা আফরোজ রিতু। অনুষ্ঠানে রচনা প্রতিযোগিতায় বিজয়ী পাঁচজনকে সনদপত্র, অভিধান, গ্রন্থ ও স্মারক মগ দেয়া হয়। উক্ত কলেজের শতাধিক শিক্ষার্থী ও শিক্ষক/শিক্ষকা উপস্থিত ছিলেন।

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের সাধারণ সম্পাদক ড. এস এম খলিলুর রহমান বলেন আজকে খোদার কাছে কৃতজ্ঞ যে আজ প্রকাশ্যে অনুষ্ঠান করতে পারছি, আল্লাহ সে রহম দান করেছেন। আমরা সততার সাথে শিক্ষাদান করি। আমরাই একমাত্র প্রথম কলেজ করোনায় অনলাইনে ক্লাস কার্যক্রম শুরু করি। আপনারা জেনে আনন্দিত হবেন করোনায় আমরা শিক্ষকদের বেতন ইনক্রিমেন্ট আটকে রাখি নাই। যেখানে অনেক প্রতিষ্ঠান বেতন দেয়নি। আমরা ২০২১ সালের জুনে একটি মেডিকেল কলেজের অনুমোদন পেয়েছি। আমরা আহছানউল্লা (র.) এর জীবন দর্শনে বিশ্বাস করি। আমরা নীতি নৈতিকতায় বিশ্বাস করি।বঙ্গবন্ধুর নীতি ছিল আপোষহীন। আপনি যে ধর্মেরই হোন না কেনো আপনার নীতি থাকতে হবে। অধর্ম ও অনৈতিকতার জন্য করোনা এসেছে। সৃষ্টিকর্তা যে কত শক্তি তা অনুধাবন করতে হবে।

‘নীতিতে আপোষহীন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব’ শীর্ষক রচনা প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে বক্তব্য দিচ্ছেন সিইই’র প্রধান নির্বাহী কাজী আলী রেজা

সেন্টার ফর এথিক্স এডুকেশনের নির্বাহী কর্মকর্তা কাজী আলী রেজা বলেন বঙ্গবন্ধু নীতিতে বিশ্বাস করতেন, তিনি ন্যায়বান ছিলেন। ৭মার্চ এর ভাষণে তিনি পশ্চিমাদের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন, ‘যদি কেউ ন্যায্য কথা বলে আমরা সংখ্যায় বেশি হলেও তিনি একজন যদি হয়, ন্যায্য কথা আমরা মেনে নেব।’ এ কথার মধ্য দিয়ে বঙ্গবন্ধুর নীতিনিষ্ঠতা প্রমাণ হয়েছে। নীতি নৈতিকতা এসেছে ধর্মের হতে, নীতি ও ধর্মের মধ্যে সম্পর্ক রয়েছে। নীতি শব্দের অর্থ আমরা বুঝি তবে কাজে পরিণত করতে পারি না। এথিক্স ও মরালিটির বাংলা অর্থ এক হলেও এথিক্স ও মরালিটি শব্দের মধ্যে ব্যাখ্যাগত পার্থক্য রয়েছে। মরালিটি ব্যক্তিগত আর এথিক্স এর অর্থ ব্যাপক। এথিক্স এর ব্যপারটা জীবনব্যাপি। করোনায় আমরা নিস্পেষিত ছিলাম, আমি জানি করোনার ভয়াবহতা। করোনায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ ছিল। শিক্ষা ছাড়া বড় হওয়া যায় না। ধনী-গরীব কারো প্রতি অন্যায় করা যাবে না।

অধ্যক্ষ প্রফেসর মোঃ মফিজুর রহমান বলেন “আমরা শিক্ষাদানে কো-ক্যারিকুলাম কার্যক্রম রাখি। করোনায় অনলাইন ক্লাস চলেছে, জাতীয় দিবসগুলিও পালন করেছি। আমাদের শিক্ষকরা আদর্শ ও নৈতিক শিক্ষা দান করেন। তারা বলেন “মিথ্যা বলা যাবে না”।

নাটোরে সরকারি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের প্রশিক্ষণ সূচিতে

মাদক বিরোধী বিষয় কারিকুলামে অন্তর্ভুক্তির লক্ষ্যে অ্যাডভোকেসি সভা

নাটোর জেলায় সরকারি যেসমস্ত অধিদপ্তর বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদান করছে সেসকল অধিদপ্তরের প্রতিনিধিদের সাথে এডভোকেসি সভা অংশগ্রহণকারীবৃন্দ

লাইট হাউস কনসোর্টিয়ামের অধীনে পরিচালিত "ড্রাগ এবিউজ রেজিসটেন্ট অ্যান্ড আন্ডারস্ট্যান্ডিং (দাড়াও)' প্রকল্পের আওতায় ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের আয়োজনে ২ সেপ্টেম্বর ২০২১ নাটোর জেলায় সরকারি যেসমস্ত অধিদপ্তর বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদান করছে সেসকল অধিদপ্তরের প্রতিনিধিদের সাথে এডভোকেসি সভা আয়োজন করা হয়। দাড়াও প্রকল্পের সুশীল সমাজের প্ল্যাটফর্মের আহ্বায়ক প্রফেসর অলক মৈত্রেয়'র সভাপতিত্বে স্বাগত বক্তব্য রাখেন ঢাকা আহছানিয়া মিশনের আরবান প্রাইমারী হেলথ কেয়ার প্রকল্পের ব্যবস্থাপক রিয়াজ উদ্দীন আহমেদ। অ্যাডভোকেসি সভার মূল উদ্দেশ্য ছিলো সরকার কর্তৃক পরিচালিত প্রশিক্ষণ প্রদানকারী সংস্থাগুলিকে তাদের প্রশিক্ষণ/শিক্ষা পাঠক্রম শক্তিশালী করার জন্য মাদকদ্রব্যের বিরূপ প্রভাব এবং এর প্রতিরোধের উপর একটি বিষয়বস্তু সংযোজন করা। দাড়াও প্রকল্পের উদ্দেশ্য নিয়ে প্রকল্প ব্যবস্থাপক সুব্রত কুমার পাল এবং মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন ও মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের দেশব্যাপী চলমান বিভিন্ন মাদকবিরোধী কর্মসূচি নিয়ে উপস্থাপনা করেন কর্মসূচি নিয়ে উপস্থাপনা করেন নাটোর জেলার মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক মো. আলমগীর হোসেন। অ্যাডভোকেসি সভায় আলোচ্য বিষয় নিয়ে বক্তব্য রাখেন এবং করণীয় তুলে ধরেন মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের উপপরিচালক ফরিদা ইয়াসমিন, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের উপপরিচালক আতিকুজ্জামান খান, নাটোর জেলা শিক্ষা অফিসের গবেষণা কর্মকর্তা তারিকুল ইসলাম ও অন্যান্যরা।

সভাটি সঞ্চালনা করেন দাড়াও প্রকল্পের এডভোকেসি অফিসার উম্মে জান্নাত।

প্রশিক্ষণ প্রদানকারী অধিদপ্তরগুলোর সাথে এডভোকেসি সভা

রাজশাহী জেলায় সরকারি যে সমস্ত অধিদপ্তর বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদান করছে সেকল অধিদপ্তরের প্রতিনিধিদের সাথে এডভোকেসি সভা

লাইট হাউস কনসোর্টিয়াম এর অধীনে পরিচালিত "ড্রাগ এবিউজ রেজিসটেন্ট অ্যান্ড আন্ডারস্ট্যান্ডিং (দাড়াও)' প্রকল্পের আওতায় ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের আয়োজনে ৩১ আগস্ট ২০২১ রাজশাহী জেলায় সরকারি যে সমস্ত অধিদপ্তর বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদান করছে সেকল অধিদপ্তরের প্রতিনিধিদের সাথে এডভোকেসি সভা আয়োজন করা হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন দাড়াও প্রকল্পের সুশীল সমাজের প্ল্যাটফর্মের কনভেনর ড. প্রফেসর দিপকেন্দ্রনাথ দাস। সভায় প্রথমেই স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন ঢাকা আহছানিয়া মিশনের আরবান প্রাইমারী হেলথ কেয়ার প্রকল্পের প্রকল্প ব্যবস্থাপক রিয়াজ উদ্দীন আহমেদ। সভার মূল উদ্দেশ্য ছিলো রাজশাহী জেলায় সরকারী যে সমস্ত অধিদপ্তর বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদান করছে সেকল অধিদপ্তরের প্রশিক্ষণ কারিকুলামে মাদক প্রতিরোধ বিষয় সেশন অর্ন্তভুক্তিকরণ। সভায় প্রকল্পের উদ্দেশ্য নিয়ে প্রকল্প ব্যবস্থাপক সুব্রত কুমার পাল এবং মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন ও মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের দেশব্যাপী চলমান বিভিন্ন মাদকবিরোধী কর্মসুচি নিয়ে উপস্থাপনা করেন মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের রাজশাহী বিভাগের অতিরিক্ত পরিচালক মো. জাফরউল্লাহ কাজল। এরপর সভায় মুক্ত আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। মুক্ত আলোচনা পরিচালনা করেন লাইট হাউজের প্রধান নির্বাহী সভায় মো: হারুনুর-অর- রশিদ। সভায় অংশগ্রহন করেন সমাজসেবা অধিদপ্তর, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, জনশক্তি রপ্তানি অধিদপ্তর এবং জেলা শিক্ষা অফিসের উপপরিচালক, সহকারী পরিচালক, প্রশিক্ষকগনসহ বিভিন্ন প্রতিনিধিগন। সভায় বক্তব্য প্রদান করেন মহিলা বিষয়ক অধিপ্তরের উপ-পরিচালক শবনম শিরিন, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক এটিএম গোলাম মাহাবুব, জনশক্তি বিভাগের সহকারী পরিচালক আব্দুল হান্নান, ইসলামিক ফাউন্ডেশনের সহকারী পরিচালক এ. কে. এম. মুজাহিদুল ইসলাম এবং সমাজসেবা অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক আবদুল্লাহ আল ফিরোজ।

পথ ও শ্রমজীবী শিশু পরিবারের মধ্যে স্বাস্থ্যসুরক্ষা সামগ্রী বিতরণ

পথ শিশু ও শ্রমজীবী শিশুদের পরিবারদের মধ্যে স্বাস্থ্যসুরক্ষা সামগ্রী বিতরণ করা হয়

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের কোভিড-১৯ সাড়াদান প্রকল্পের উদ্যোগে করোনাভাইরাস হতে সুরক্ষার জন্য ড্রপ-ইন-সেন্টার (ডিআইসি) প্রকল্পে মোহাম্মাদপুর সেন্টারে ৩৩নং ঢাকার উত্তর সিটি করপোরেশন এলাকার ১১৩ জন পথ শিশু ও শ্রমজীবী শিশুদের পরিবারদের মধ্যে সম্প্রতি স্বাস্থ্যসুরক্ষা সামগ্রী বিতরণ করা হয়। সুরক্ষা সামগ্রীর মধ্যে রয়েছে জনপ্রতি গোসলের সাবান ১০ পিস (১২৫ গ্রাম), ডিটারজেন্ট পাউডার ১ কেজি, পুনর্ব্যবহারযোগ্য স্যানিটারি ন্যাপকিন আট পিস, হ্যান্ড স্যানিটাইজার দুই বোতল, কলসহ ঢাকনা ওয়ালা বালতি একটি, সার্জিক্যাল মাস্ক-১ বক্স, টুল-১টি এবং সচেতনতামূলক লিফলেট একটি।

স্বাস্থ্যবিধি সামগ্রী বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের সাধারণ সম্পাদক ড. এস এম খলিলুর রহমান। এছাড়াও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কে এম শহিদুজ্জামান, সমাজসেবা অফিসার, জোন-৬, মোহাম্মদপুর, রাজকুমার সাধুখাঁন, হেড অব এডুকেশন প্রোগ্রামস, ৩৩নং ঢাকার উত্তর সিটি করপোরেশনের প্রতিনিধি, ড্রপ-ইন-সেন্টার (ডিআইসি) প্রকল্পে সমন্বয়কারী আশিক আহমেদ ও প্রজেক্ট অফিসার আল-আমিনসহ অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ।

এ প্যাকেজগুলো গ্রহণ করে ড্রপ-ইন-সেন্টার (ডিআইসি) মোহাম্মাদপুর কর্মজীবী শিশু, সুবিধাবঞ্চিত শিশুর পরিবার, দিনমজুর ও স্বল্প আয়ের মানুষেরা। কোভিড-১৯ সাড়াদান প্রকল্পটি ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন (ডাম), ইউএনওপিএসের আর্থিক সহায়তা এবং অক্সফাম বাংলাদেশের কারিগরি সহায়তায় ঢাকা জেলায় বাস্তবায়িত হচ্ছে। ডাম বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কার্যক্রম বাস্তবায়নের পাশাপাশি যে কোনো দুর্যোগে সমাজের সুবিধা বঞ্চিত মানুষের পাশে থেকে নিয়মিত সহযোগিতা প্রদান করে আসছে।

বাংলাদেশে কোভিড-১৯ এর মহামারীর প্রকোপ শুরু থেকেই ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন (ডাম) জরুরি ত্রাণ সহায়তার প্রদানের সাথে সাথে সচেতনতামূলক কার্যক্রম যেমন- হাতে ধোয়া, সামাজিক দূরত্ব, জনবহুল জায়গাগুলো এবং গণপরিবহনগুলো জীবানুমুক্ত করণসহ বিভিন্ন কার্যক্রম। ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন কোভিড-১৯ এর প্রাদুর্ভাব কমানোর ব্যাপারে প্রচারণা চালিয়ে যাওয়ার পাশাপাশি জনসচেতনতা এবং মানুষের আচরণগত পরিবর্তনের দিকে মূল মনোযোগ সৃষ্টি করছে।

হিজড়া ও যৌনকর্মীদের মাঝে স্বাস্থ্যবিধি সামগ্রী বিতরণ

করোনাভাইরাস হতে সুরক্ষার জন্য ঢাকার মুগদা এলাকায় স্বাস্থ্যবিধি সামগ্রী বিতরণ

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের কোভিড-১৯ সাড়াদান প্রকল্পের উদ্যোগে করোনাভাইরাস হতে সুরক্ষার জন্য সম্প্রতি ঢাকার মুগদা এলাকার ৭৪ জন যৌনকর্মীর মাঝে স্বাস্থ্যবিধি সামগ্রী বিতরণ করা হয়। স্বাস্থ্যবিধি সামগ্রীর মধ্যে রয়েছে জনপ্রতি গোসলের সাবান- ১০ পিস (১২৫ গ্রাম), ডিটারজেন্ট পাউডার- ১ কেজি, পূনঃব্যবহারযোগ্য স্যানিটারী ন্যাপকিন- ৮ পিস, হ্যান্ড স্যানিটাইজার- ২ বোতল (২০০ মিলি), কলসহ ঢাকনা ওয়ালা বালতি- ১টি, সার্জিক্যাল মাস্ক- ১ বক্স (৫০ পিস), টুল- ১টি এবং সচেতনতামূলক লিফলেট- ১টি। বিতরণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন যৌনকর্মীদের সহায়তাদানকারী সংগঠন বাঁচতে চাই-এর প্রতিষ্ঠাতা ও সভানেত্রী রীনা এবং ডাম-এর পক্ষে উপস্থিত ছিলেন প্রকল্প ব্যবস্থাপক মো. রওশন আলী, মনিটরিং অফিসার মো. সাহিদুল ইসলাম এবং ফিল্ড সুপারভাইজার সিলভী রহমান। উল্লেখ্য, এর আগে জুরাইন এলাকায় ১৭৮ জন হিজড়া জনগোষ্ঠির মাঝেও একই স্বাস্থ্যবিধি সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে। উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন হিজড়াদের সংগঠন সুস্থ জীবন-এর সহ-সভাপতি পার্বতী হিজড়া। এই প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে পর্যায়ক্রমে এক হাজার পঞ্চাশ জনকে একই সহায়তা প্রদান করা হবে।

কোভিড-১৯ সাড়াদান প্রকল্পটি ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন (ডাম), ইউএনওপিএস-এর আর্থিক সহায়তা এবং অক্সফাম বাংলাদেশের কারিগরি সহায়তায় ঢাকা জেলায় বাস্তবায়িত হচ্ছে। ডাম বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কার্যক্রম বাস্তবায়নের পাশাপাশি যেকোন দুর্যোগে সমাজের সুবিধা বঞ্চিত মানুষের পাশে থেকে সর্বাত্নক সহযোগিতা প্রদান করে আসছে।

বাংলাদেশে কোভিড-১৯ এর প্রকোপ শুরুর পর থেকে দুর্দশাগ্রস্থ মানুষকে মানুষকে স্বাস্থ্য প্রদানসহ সুরক্ষা সামগ্রী বিতরণ, নগদ অর্থ সহায়তা প্রদান ও খাদ্য সামগ্রী বিতরণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। এই বৈশ্বিক মহামারিকে মোকাবেলার জন্য সরকারের পাশাপাশি একযোগে কাজ করার লক্ষ্যে ডাম সমাজের সুবিধাবঞ্চিত হিজড়া ও যৌনকর্মীদের মাঝে স্বাস্থ্যবিধি সামগ্রী বিতরনের এই উদ্যোগ গ্রহন করে।

স্বাস্থ্যসেক্টরের কর্মীদের জন্য

জেন্ডার নীতিমালার ওপর অনলাইন ওরিয়েন্টেশন সম্পন্ন

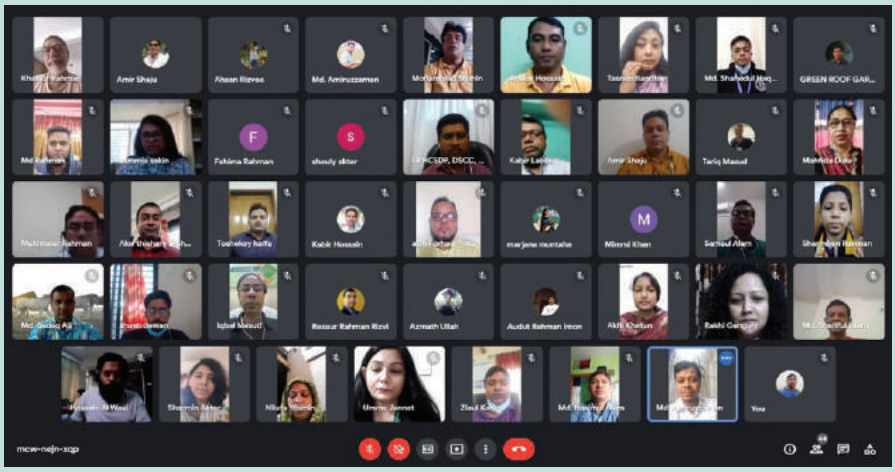

ভার্চুয়াল প্লাটফর্মে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্যসেক্টরের কর্মীদের জন্য জেন্ডার নীতিমালার ওপর ওরিয়েন্টেশন

২ আগস্ট ২০২১ ঢাকা আহছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্যসেক্টরের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও প্রকল্পের কর্মকর্তাদের প্রতিষ্ঠানের জেন্ডার নীতিমালার ওপর অনলাইন ওরিয়েন্টেশন সম্পন্ন হয়। অরিয়েন্টেশন কার্যক্রমের উদ্দেশ্য ও জেন্ডার নীতিমালার বিষয়ে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন ঢাকা আহছানিয়া মিশনের সাধারন সম্পাদক ও ঢাকা আহছানিয়া মিশনের জেন্ডার সেলের চেয়ারম্যান ড. এস এম খলিলুর রহমান। স্বাগত বক্তব্যে তিনি বলেন, "ঢাকা আহছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য সেক্টরের উদ্যোগে এই ওরিয়েন্টেশন প্রশংসনীয় উদ্যোগ। ঢাকা আহছানিয়া মিশন জেন্ডার বিষয়ে সবসময় সচেতন এবং প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে জেন্ডার ব্যবধানকে কমানোর জন্য করে যাচ্ছেন। এই ওরিয়েন্টেশন সেই কাজকে আরও একধাপ এগিয়ে নিয়ে যাবে বলে আমি বিশ্বাস করি"।

ওরিয়েন্টেশন কার্যক্রমটি পরিচালনা করেন ঢাকা আহছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য সেক্টরের জেন্ডার কমিটির ফোকাল মোঃ আমির হোসেন, কো-ফোকাল-সাম্মিয়া সাকিন ও মাহফিদা দীনা রুবাইয়া। ওরিয়েন্টেশনের সমাপনি পর্বে উপস্থিত ছিলেন স্বাস্থ্য ও ওয়াশ সেক্টরের পরিচালক ইকবাল মাসুদ। সমাপনি বক্তব্যে তিনি বলেন- ঢাকা আহছানিয়া মিশন তার প্রতিষ্ঠাকাল থেকেই শুধু নারী, পুরুষ নয় সর্বক্ষেত্রে সবার জন্য সমঅধিকার নিশ্চিতে এখন পর্যন্ত নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। আজকের এই উদ্যোগ তারই একটি অংশ। ওরিয়েন্টেশনে স্বাস্থ্য ও ওয়াশ সেক্টরের মোট ৩৬ জন কর্মকর্তা উপস্থিত ছিলেন।

কারাফেরতদের মধ্যে জীবিকায়ন সামগ্রী বিতরণ

২৭শে সেপ্টেম্বের ২০২১, আইআরএসওপি প্রকল্পের চলমান কার্যক্রম জীবিকায়ন সামগ্রী বিতরণের অংশ হিসেবে ২৫ জন কারাফেরত বন্দীদের মাঝে গামেন্টস্ সেলাই মেশিন, রিক্সা ও ভ্যান বিতরণ করা হয়। জীবিকায়ন সামগ্রী বিতরণের সময় উপস্থিতি ছিলনে স্বাস্থ্যসেক্টর, ঢাকা আহ্ছানয়িা মিশনের আইআরএসওপি প্রকল্পের প্রকল্প সমন্বয়কারী মো. আমির হোসেন। এ ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন ব্ল্যাস্ট-এর প্রতনির্ধি এবং সেন্টেন্স প্ল্যানিং-এর ফ্যাসিলিটেটরগণ।

মাদকনির্ভরশীল নারীদের চিকিৎসা পরবর্তী প্রতিক্রিয়া

মোবাইল ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহারকে ঝুঁকি মনে করছেন পরিবার

মাদকনির্ভরশীলতা একটি পুনঃআসক্তিমূলক রোগ। এই রোগ প্রতিরোধে মাদকাসক্ত ব্যক্তিকে দীর্ঘমেয়াদী চিকিৎসার পাশাপাশি চিকিৎসাকালীন ও চিকিৎসা পরবর্তীতে সুস্থতার জন্য তার পরিবারের ভূমিকাও অপরিসীম। আর মাদকনির্ভরশীল নারীদের ক্ষেত্রে চিকিৎসা পরবর্তীতে মোবাইল ব্যবহার এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে সক্রিয়তাকে সুস্থতার জন্য ঝুকিঁ মনে করছেন পরিবার। গবেষণা থেকে দেখা যায়, একজন ব্যক্তির দীর্ঘমেয়াদে চিকিৎসা গ্রহণ করলে এই সকল সমস্যা থেকে দূরে থাকার জন্য ব্যক্তির মাঝে ইচ্ছাশক্তি ও ইতিবাচক প্রেষণা তৈরি হয়।

উক্ত বিষয়কে গুরুত্ব দিয়ে ১৮ জুলাই ২০২১, রবিবার আহ্ছানিয়া মিশন নারী মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্রের উদ্যেগে উক্ত কেন্দ্রে চিকিৎসা নিতে আসা রোগীদের পরিবারের সদস্যদের নিয়ে অনলাইনে পারিবারিক সভার আয়োজন করা হয়। সভায় আলোচ্য বিষয় ছিলো "মাদকনির্ভরশীলতা সমস্যায় দীর্ঘমেয়াদী চিকিৎসার গুরুত্ব"। সভার আলোচ্য বিষয়ে উপস্থাপনা করেন আহ্ছানিয়া মিশন নারী মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্রের সাইকোস্যোসাল কাউন্সেলর মমতাজ খাতুন। সভার বিশেষজ্ঞ আলোচক মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের সাবেক আবাসিক মনোচিকিৎসক ও এডিকশন প্রফেশনাল ডা. মো. আখতারুজ্জামান সেলিম তার বক্তব্যে বলেন, একজন মাদকনির্ভরশীল নারীর স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসার ক্ষেত্রে তার সমস্যানুযায়ী দীর্ঘমেয়াদে চিকিৎসা, চিকিৎসা পরবর্তী নিয়মিত মনোচিকিৎসক পরামর্শ মেনে চলার বিষয়ে গুরুত্ব প্রদান করেন। এবং সভার আরেকজন আলোচক ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন, স্বাস্থ্য সেক্টরের সিনিয়র সাইকোলজিস্ট রাখী গাঙ্গুলী দীর্ঘ মেয়াদে চিকিৎসার ক্ষেত্রে কাউন্সেলিং এর গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করেন। পরে মুক্ত আলোচনা শুরু হয় এ সময় সভার আলোচকগন ও কেন্দ্রের কাউন্সেলর সভায় অংশগ্রহণকারীদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন। সভাটি সঞ্চালনা করেন আহ্ছানিয়া মিশন নারী মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্রের সিনিয়র প্রোগ্রাম অফিসার উম্মে জান্নাত।

‘ই-সিগারেট বন্ধে যথাযথ পদক্ষেপ নেয়া হবে’-সিনিয়র সচিব

ঢাকা শহরের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের উপর পরিচালিত ই-সিগারেট ব্যবহার বিষয়ক গবেষণার ফলাফল অবহিতকরণ উপলক্ষে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে ১৯ সেপ্টেম্বর দুপুরে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেল, স্বাস্থ্যসেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় এবং ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের যৌথ আয়োজনে সভার সহযোগিতায় ছিলো ক্যাম্পেইন ফর টোব্যাকো ফ্রি কিড্স (সিটিএফকে)। স্বাস্থ্যসেবা বিভাগের অতিরিক্ত সচিব (বিশ্বস্বাস্থ্য) কাজী জেবুন্নেছা বেগমের সভাপতিত্বে সভার প্রধান অতিথি ছিলেন স্বাস্থ্যসেবা বিভাগের সিনিয়র সচিব লোকমান হোসেন মিয়া।

স্বাস্থ্যসেবা বিভাগের সিনিয়র সচিব লোকমান হোসেন মিয়া বলেন, স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় ইতিমধ্যে কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে যেমন- তামাকমুক্ত বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে একটি খসড়া রোডম্যাপ করা হয়েছে। আশা করছি শীঘ্রই চূড়ান্ত করার পদক্ষেপ নেয়া হবে। সভাপতির বক্তব্যে স্বাস্থ্যসেবা বিভাগের অতিরিক্ত সচিব (বিশ্বস্বাস্থ্য) কাজী জেবুন্নেছা বেগম বলেন, প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা অনুযায়ী দেশকে ২০৪০ সালের মধ্যে তামাকমুক্ত করতে বিদ্যমান তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনকে যুগোপযোগী করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেলের সমন্বয়কারী (অতিরিক্ত সচিব) হোসেন আলী খোন্দকার বলেন, বাংলাদেশে ই-সিগারেট বা এ ধরণের পণ্য নিষেধাজ্ঞার বিষয়ে কোন সুনির্দিষ্ট আইন নেই। সেজন্য ই-সিগারেট নিষিদ্ধের বিষয়টি আইনের আওতায় আনতে হবে।

ক্যাম্পেইন ফর টোব্যাকো ফ্রি কিডসের লিড পলিসি এডভাইজার মো. মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, তামাকজাত পণ্যের সহজলভ্যতা তাদেরকে ই-সিগারেটের প্রতি আরো উৎসাহিত করবে।

অবহিতকরণ সভায় গবেষণা ফলাফল উপস্থাপন করেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের সহকারী পরিচালক মো. মোখলেছুর রহমান। এছাড়া সভায় উপস্থিত ছিলেন স্বাস্থ্যসেবা বিভাগের অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) মো. সাইদুর রহমান, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব খোরশেদা ইয়াসমিন প্রমুখ।

ই-সিগারেট ব্যবহার বিষয়ক গবেষণার ফলাফল অবহিতকরণ সভায় বক্তারা

বাংলাদেশ ইলেকট্রনিক সিগারেট এবং এর সাথে সম্পর্কিত সমস্ত উপাদান আমদানির উপর নির্ভর করে এবং এখন পর্যন্তও এটি তৈরি বা উৎপাদন শুরু হয়নি। ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য ও ওয়াশ সেক্টরের পরিচালক ইকবাল মাসুদ বলেন, সুতরাং অনলাইনে

কারা কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের মানসিক চাপ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক তিনদিনব্যাপী অনলাইন প্রশিক্ষণ

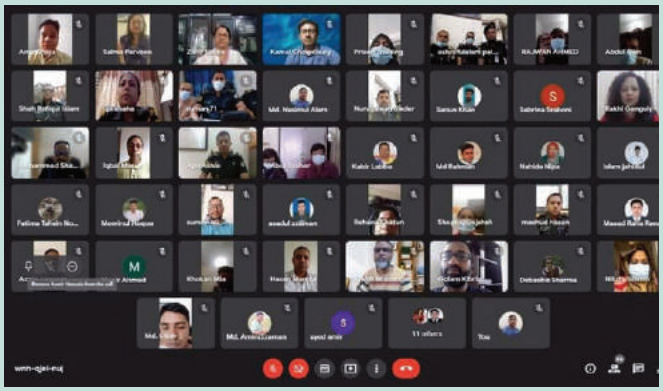

রুল-অব-ল প্রোগ্রামের অধীনে কারা কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের মানসিক চাপ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক অনলাইন প্রশিক্ষণ

০৮ আগস্ট ২০২১ ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন ও কারা অধিদপ্তরের যৌথ উদ্যোগে জিআইজেড বাংলাদেশ ও ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন কর্তৃক বাস্তবায়িত এবং বৃটিশ ও জার্মান সরকারের যৌথ অর্থায়নে রুল-অব-ল প্রোগ্রামের অধীনে কারা কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের মানসিক চাপ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক তিনদিনব্যাপী অনলাইন প্রশিক্ষণ শুরু হয়। প্রশিক্ষণের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কাওলাইন নাহার, সহকারী কারা মহাপরিদর্শক (প্রশিক্ষণ ও ক্রিয়া), কারা অধিদপ্তর, মোহাম্মদ শাহজাহান কুরেশি, হেড অব পারফরমেনস ‘রুল অব ল’, জিআইজেড। অনুষ্ঠানের স্বাগত বক্তব্য ও প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য নিয়ে বক্তব্য প্রদান করেন আহ্ছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য ও ওয়াশ সেক্টরের পরিচালক ইকবাল মাসুদ। পর্যায়ক্রমে দেশের ৫৫টি জেলা কারাগারের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের ১১টি ব্যাচের মাধ্যমে এই প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে।

শ্রেষ্ঠ বেসরকারি সংস্থা নির্বাচিত হলো ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন

মা ও শিশু স্বাস্থ্যসেবা ও পরিবার পরিকল্পনা সেবায় আদর্শ সদর উপজেলা এবং কুমিল্লা জেলা পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ বেসরকারি সংস্থা নির্বাচিত হলো ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন। ১১ জুলাই বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস উপলক্ষ্যে কুমিল্লা পরিবার পরিকল্পনা কার্যালয়ে আয়োজিত একটি ভার্চুয়াল মিটিংয়ের মাধ্যমে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনকে শ্রেষ্ঠ বেসরকারি সংস্থা হিসেবে ঘোষণা করা হয়। ভার্চুয়াল এই মিটিংয়ে প্রধান অতিথি ছিলেন মুক্তিযোদ্ধা আ ক ম বাহাউদ্দিন বাহার, সংসদ সদস্য, কুমিল্লা-৬।

২১ ই আগস্ট শনিবার তাঁর ঢাকার অফিসে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের রোড সেইফটি প্রকল্পের প্রতিনিধি দলের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন

সড়ক দুর্ঘটনা হ্রাসে মানসম্মত হেলমেটের ব্যবহার আবশ্যক

- সৈয়দ আবু হোসেন বাবলা এমপি

'সড়ক পরিবহন আইন ২০১৮ ' চলতি বছর সংশোধনের উদ্যোগ নিয়েছেন সরকার। আইনে হেলমেটের ব্যবহারের কথা বলা আছে, তবে সড়ক দুর্ঘটনা হ্রাসে মানসম্মত হেলমেটের ব্যবহার আবশ্যক"- সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য ও ঢাকা-০৪ আসনের সংসদ সদস্য সৈয়দ আবু হোসেন বাবলা।

২১ ই আগস্ট শনিবার তাঁর ঢাকার অফিসে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের রোড সেইফটি প্রকল্পের প্রতিনিধি দলের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎকালে তিনি এ কথা বলেন।

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের রোড সেইফটি প্রকল্পের প্রকল্প সমন্বয়কারী শারমিন রহমান, এ্যাডভোকেসি অফিসার (পলিসি) ডা: তাসনিম মেহবুবা বাধন ও এ্যাডভোকেসি অফিসার (কমিউনিকেশন) তোষিকে কাইফু সৈয়দ আবুল হোসেন বাবলা এমপিকে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের রোড় সেইফটি প্রকল্পসহ বিভিন্ন কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিত করেন।

এসময় প্রতিনিধি দল বলেন, "বাংলাদেশের বর্তমান আইনটির এখনও কিছু দূর্বল দিক রয়েছে যার জন্য সড়ক ব্যবহারকারীরা আইন লঙ্ঘন ও দুর্ঘটনার শিকার হচ্ছে।" সড়ক পরিবহন আইন ২০১৮" চলতি বছরে সংশোধনের উদ্যোগ নিয়েছেন সরকার। গাড়ির গতি নিদিষ্ট করে দেওয়া, চালক ও যাত্রীদের জন্য সিটবেল্ট ব্যবহার বাধ্যতামূলক,মানসম্মত হেলমেটের ব্যবহার, শিশুদের জন্য নিরাপদ আসন নিশ্চিত করা ইত্যাদি সংশোধিত আইনে অন্তর্ভূক্ত করা একান্ত জরুরী। এবিষয়ে প্রতিনিধি দল সৈয়দ আবুল হোসেন বাবলা এমপির সহযোগিতা চান। তিনি প্রতিনিধিদলের কার্যক্রমের জন্য সাধুবাদ জানান ও প্রয়োজনীর সহযোগিতার আশ্বাস দেন।

অতি দরিদ্র পরিবারের মাঝে খাদ্য সহায়তা ও স্বাস্থ্য সামগ্রী বিতরণ

লকডাউন চলাকালে স্বাভাবিক জীবন-জীবিকা নির্বাহ করতে অসমর্থ্য ও ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে খাদ্য সহায়তা ও স্বাস্থ্য সামগ্রী বিতরণ করেছে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন। ১৪ ও ১৫ জুলাই কোভিড ১৯ এর প্রভাবে ঝুঁকিপূর্ণ ও ক্ষতিগ্রস্ত প্রতিবন্ধীসহ অসহায় দরিদ্র, হতদরিদ্র, সুবিধাবঞ্চিত ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর ১০২৫ পরিবারের মাঝে খাদ্যসহায়তা ও স্বাস্থ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয়। তাদের মধ্যে রয়েছে সাতক্ষীরা পৌরসভার ৯ নং ওয়ার্ডে ৫৫০ জন, দেবহাটায় ১৭৫জন ও সাভারে ৩০০ জন।

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের হেল্থ সেক্টরের পেপসেপ প্রকল্পের আওতায় ইউরোপীয়ান ইউয়নিয়নের অর্থায়নে বিতরণকৃত খাদ্যপণ্যের মধ্যে রয়েছে ৩০ কেজি চাউল, ১ কেজি ডাল, ১ লিটার সয়াবিন তৈল, ১ কেজি আয়োডিনযুক্ত লবন, ১ কেজি আলু, ১ কেজি পেঁয়াজ এবং স্বাস্থ্য উপকরণগুলোর মধ্যে রয়েছে ৩টি গোসল ও হাত ধোয়া সাবান, ১ প্যাকেট ডিটারজেন্ট পাউডার, ৪টি পুন ব্যবহারযোগ্য মাস্ক ও ১ প্যাকেট স্যানিটারি ন্যাপকিন।

১৪ ও ১৫ জুলাই খাদ্য সহায়তা ও স্বাস্থ্য সামগ্রী বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন সাতক্ষীরা পৌরসভার মেয়র মো. তাজকিন আহমেদ চিশতি, বিশেষ অতিথি ছিলেন প্যানেল মেয়র-১ কাজী ফিরোজ হাসান এবং ক্লিনিক ডায়াগোনিস্টিক এসোসিয়েশনের সেক্রেটারি কামরুজ্জামান রাসেল। এ সময় আরো উপস্থিত ছিলেন

করোনায় ক্ষতিগ্রস্ত অতিদরিদ্র মানুষের মাঝে খাদ্য ও স্বাস্থ্য সামগ্রী বিতরণ

৯টি ওয়ার্ডের কাউন্সেলরগণ ও সাতক্ষীরা পৌরসভার বস্তি উন্নয়ন কর্মকর্তা মো. জিয়াউর রহমান, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের এলাকা ব্যবস্থাপক সৈয়দ মিজানুর ইসলামসহ অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ।

মেয়র তাজকিন আহমেদ বলেন, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন এই কোভিড-১৯ এর প্রভাবে ঝুঁকিপূর্ণ ও ক্ষতিগ্রস্ত প্রতিবন্ধীসহ অসহায় দরিদ্র, হতদরিদ্র, সুবিধাবঞ্চিত ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মাঝে খাদ্য সামগ্রী ও স্বাস্থ্য সামগ্রী বিতরণ করেছে তা সত্যি প্রশংসার দাবীদার, খাদ্য ও স্বাস্থ্য সামগ্রী করোনায় ক্ষতিগ্রস্ত দরিদ্র জনগোষ্ঠীর খাদ্য চাহিদা ও স্বাস্থ্য সুরক্ষায় বিশেষ ভূমিকা রাখবে এবং এই ধরণের প্রকল্প চলমান রাখার জন্য আহবান জানান।